দৈনিক
সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
প্রতিষ্ঠাতা ঃ সৈয়দ এনামুল হক
প্রকাশনার ৩০ বছর

রবিবার
রেজি নং ডিএ- ১৯৮৭
৩০ তম বর্ষ, ১৯৮ সংখ্যা
ঢাকা, ২২ নভেম্বর ২০২৬
০৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা
১১ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাকা



গোলাপি পোশাকে মুগ্ধতা ছড়ালেন পূর্ণিমা

পৃষ্ঠা-০৬

রায় লেখায় এআইয়ের ওপর নির্ভর করা যাবে না: প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার :
বিচারিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও আইনি রেফারেন্স অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের সুযোগ থাকলেও রায় প্রস্তুত বা লেখার ক্ষেত্রে এর ওপর নির্ভর করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন ২ এর পাতায় দেখুন

ইরান চুক্তি করতে চায়, তবে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক ■
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে তেহরান আগ্রহী বলে দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ইরান এখনো এমন কোনো প্রস্তাব দেয়নি, যা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গ্রহণযোগ্য ২ এর পাতায় দেখুন

কোথাও কেউ নাশকতার চেষ্টা করলেই পুলিশে ধরিয়ে দিন : পরিবেশমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ দলের কেউ যদি কোথাও নাশকতার চেষ্টা করে তাহলে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দিন? দেশব্যাপী কার্যক্রম ২ এর পাতায় দেখুন

তুমি রবে নিরবে...

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি



লায়ন, এ্যাডভোকেট
সৈয়দ এনামুল হক
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সকালবেলা
এবং The Daily Morning Times
মহাসচিব : বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (BSP)
ইংরেজি সংবাদ পাঠক : বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

জন্ম ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৬
মৃত্যু ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০

সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি গতকাল সকালে ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাষ্ট্রপ্রধান শ্রদ্ধা জানানোর পর কিছুক্ষণ সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় তাঁকে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর একটি চৌকস দল অভিবাদন জানায়। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বেজে ওঠে। এরপর তিনি শিখা অনির্বাণ চত্বরে রাখা দর্শনার্থী বইতে স্বাক্ষর করেন। এর আগে, রাষ্ট্রপতি শিখা অনির্বাণে পৌঁছালে তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের এই দিনে সেনাবাহিনী, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা সমন্বিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঐতিহাসিক দিনটিকে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় সশস্ত্র বাহিনী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে তিন বাহিনী প্রধান সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে মহান মুক্তিযুদ্ধে ২ এর পাতায় দেখুন



রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছবি: বঙ্গভবন



সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের শ্রদ্ধা। ছবি: পিএমও

ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাঁবেদার রাষ্ট্র হবে না বাংলাদেশ

-প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার :
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, অতীতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভূলুণ্ঠিত করার এবং বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা চালানো হলেও সশস্ত্র বাহিনী সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন, সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে দেশের স্বাধীনতা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার সাহস কেউ পাবে না। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এসব কথা বলেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও দুর্যোগে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সশস্ত্র বাহিনী দেশ ও জনগণের পক্ষে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া দেশের যেকোনো দুর্যোগ ও সংকটে পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এ বাহিনীর অবদান অনন্য। বক্তব্যের শুরুতে তিনি তার মায়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, বেগম খালেদা জিয়া জীবনের দীর্ঘ সময় এই সেনানিবাসে কাটিয়েছেন। ২০২৫ সালের সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠান ছিল এ আয়োজনে তার শেষ অংশগ্রহণ। সশস্ত্র বাহিনীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছে। শহীদ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও দুর্যোগে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সশস্ত্র বাহিনী দেশ ও জনগণের পক্ষে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এই সেনাবাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য ছিলেন। এটি বাহিনীর ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের সাহস ও শৌর্যের প্রতীক। বিগত সময়ের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের ২ এর পাতায় দেখুন



সেন্টমার্টিনে আটকা দেড় হাজার পর্যটক

ট্রলারে ফিরছেন ৩৫০ জন

স্টাফ রিপোর্টার :
বৈরী আবহাওয়ার কারণে সেন্টমার্টিন দ্বীপে আটকা পড়া পর্যটকদের মধ্যে সাড়ে তিনশ জন ট্রলারে করে টেকনাফে ফিরেছেন। শনিবার (২১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ১০টি ট্রলারে করে তারা দ্বীপ ছাড়েন। তবে ট্রলারের সংকট থাকায় এখনও অনেক পর্যটক দ্বীপের জেটিঘাটে অপেক্ষা করছেন। বৈরী আবহাওয়ার কারণে গত বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন নৌপথে ২ এর পাতায় দেখুন

গাজীপুরে কাজে ফিরলেন ৮০ শতাংশ কারখানার শ্রমিক

স্টাফ রিপোর্টার :
মজুরি বাড়ানোর দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের চলমান আন্দোলনের মধ্যে গাজীপুর শিল্পাঞ্চলে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) গাজীপুর মহানগর ও জেলার কোথাও নতুন করে আন্দোলন বা সড়ক অবরোধের খবর পাওয়া যায়নি। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় প্রায় ৮০ শতাংশ পোশাক কারখানা খোলা রয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকদের কর্মবিরতির মুখে শিল্পাঞ্চল সাভার ও আশুলিয়ায় অন্তত ৫০টি কারখানা আজকের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভোগড়া এলাকায় শ্রমিকরা স্বাভাবিকভাবে কারখানায় প্রবেশ করছেন। চান্দনা চৌরাস্তা থেকে শিববাড়ী সড়কের বেশির ভাগ কারখানাও খোলা রয়েছে। ঢাকা- ২ এর পাতায় দেখুন

পদ্মা ব্যারাজ: নদী-কৃষি রক্ষার স্বপ্ন

সামনে পানি-পরিবেশের চ্যালেঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার :
ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে পদ্মা অববাহিকায় পানিপ্রবাহের সংকট, নদী শুকিয়ে যাওয়া ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির সমস্যা দীর্ঘদিনের। এসব সংকট মোকাবিলায় ৩৪ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পাঁচ নদী ব্যবস্থায় পানিপ্রবাহ ফিরবে, বাড়বে কৃষি উৎপাদনড়এমন প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।
তবে নদী ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় এ উদ্যোগ ঘিরে সম্ভাবনার পাশাপাশি তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্নও। ব্যারাজে পানি সংরক্ষণ ও সেচের পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য কতটা, উজানে পলি জমলে নদীর প্রবাহ ও বন্যা পরিস্থিতিতে কী প্রভাব পড়বে, আর গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত থাকলে প্রকল্পের সুফল কতটা নিশ্চিত হবেড়এসব প্রশ্ন তুলছেন তারা। তাদের মতে, ফারাক্কা ও তিস্তা ব্যারেজের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন নিশ্চিত না করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে নতুন সংকট তৈরি হতে পারে।

৩৭ শতাংশ ভূখণ্ডজুড়ে প্রকল্পের পরিকল্পনা :
ফারাক্কা বাঁধের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবিলা এবং শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা অববাহিকায় স্বাদু পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প। পরিকল্পনা অনুযায়ী, খুলনা, ঢাকা,



রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের ১৯টি জেলার ১২০টি উপজেলার মানুষ এ প্রকল্পের আওতায় আসবেন। প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ৩৭ শতাংশ। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ৩৪৭ কোটি ২৫ লাখ টাকা। ২০২৬ সালের জুলাই থেকে ২০৩৩ সালের জুন পর্যন্ত এর মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপসহ পুরো প্রকল্পের ব্যয় ৫০ থেকে ৫৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়াতে পারে। সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে আগামী বছরের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরুর কথা জানিয়েছেন পানিসম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। সম্প্রতি পাবনার সুজানগর উপজেলার সাতবাড়িয়া-হাবাসপুর এলাকায় প্রকল্পের স্থান পরিদর্শনকালে পানিসম্পদ মন্ত্রী জানান, পদ্মা নদীতে ব্যারেজ নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ২৯০ কোটি ঘনমিটার বা ৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সংরক্ষণের সক্ষমতা তৈরি হবে। এতে শুষ্ক মৌসুমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদী ও কৃষিতে পানির সংকট মোকাবিলার সুযোগ তৈরি হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাপাউবো) তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হতে যাওয়া ব্যারেজটির দৈর্ঘ্য হবে ২ দশমিক ১ কিলোমিটার। এতে থাকবে ৭৮টি স্পিলওয়ে গেট, ১৮টি আন্ডারগেট, একটি নেভিগেশন লক এবং দুটি ফিশ পাস। বর্ষাকালে সব গেট খোলা রেখে পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি উজানে ২ এর পাতায় দেখুন



স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম

-রুহুল কবির রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীকে আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীকে আধুনিক করে গড়ে ২ এর পাতায় দেখুন

৭ জেলায় ৯০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন, সর্বোচ্চ গোপালগঞ্জে

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও কক্সবাজার জেলায় এবং ঢাকা মহানগরীতে সর্বমোট ৯০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। শনিবার (২১ নভেম্বর) সকালে বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এরমধ্যে ঢাকা জেলায় ১৮ প্লাটুন, ঢাকা মহানগরীতে ৫ প্লাটুন, নারায়ণগঞ্জে ৬ প্লাটুন, গাজীপুরে ১৫ প্লাটুন, গোপালগঞ্জে ২৯ প্লাটুন, ময়মনসিংহে ২ প্লাটুন, ফরিদপুরে ৫ প্লাটুন এবং কক্সবাজারে ৬ প্লাটুন বিজিবি সদস্য রয়েছে। এছাড়া, ৪ প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েনের ২ এর পাতায় দেখুন



বিচার বিভাগের মূল শক্তি বিচারকদের বিবেক ও নৈতিক সাহস : আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো একজন বিচারকের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, নৈতিক সাহস ও বিবেকবোধ বলে মন্তব্য করেছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তিনি বলেন, কাগজে-কলমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হলেও বিচারকরা যদি নিজেদের বিবেক ও ন্যায়বোধ দ্বারা পরিচালিত না হন, তাহলে প্রকৃত অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) রাজধানীর ২ এর পাতায় দেখুন

টাকায় মিলছে থিসিস

প্রশ্নের মুখে উচ্চশিক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার :
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদোন্নতি পেতে গবেষণা প্রয়োজন। উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনেও জমা দিতে হয় থিসিস। কিন্তু সেই গবেষণাপত্র কিংবা থিসিস এখন টাকার বিনিময়ে লিখিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। অনলাইনে প্রকাশ্যে চলছে এমন সেবার বিজ্ঞাপন।



গবেষণা প্রস্তাব থেকে পূর্ণাঙ্গ থিসিস, এমনকি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশের উপযোগী গবেষণাপত্র তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এসব অনৈতিক কার্যক্রম ঠেকাতে কার্যকর তদারকির ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের। একদিকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, আধুনিক পরীক্ষাগার ও সুযোগ-সুবিধার সংকট। অন্যদিকে গবেষণার সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিযোগিতা। এ দুইয়ের মধ্যে পড়ে দেশের উচ্চশিক্ষায় গবেষণার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ রয়েছে, অনেক গবেষণা করা হচ্ছে শুধু শিক্ষকদের পদোন্নতি কিংবা ব্যক্তিগত অর্জনের জন্য। সেগুলোর বড় অংশের ফল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, শিল্প কিংবা অর্থনীতিতে কাজে আসছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্যেও গবেষণায় অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা উঠে এসেছে। তবে শুধু বরাদ্দ বাড়ানো নয়, অর্থের যথাযথ ব্যবহার, গবেষণার মান নিশ্চিত এবং অনিয়ম ঠেকানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। অনলাইনে গবেষণাপত্র কেনাবেচার হাট একটা সময় রাজধানীর নীলক্ষেত এলাকায় টাকার বিনিময়ে অ্যাসাইনমেন্ট, টার্ম পেপার ও থিসিস লিখে দেওয়ার অভিযোগ বেশি শোনা যেত। এখন সেই ব্যবসা ছড়িয়েছে অনলাইনে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একাডেমিক লেখা তৈরির বিজ্ঞাপন দেখা যাচ্ছে। 'বিডি রিসার্চ পেপার' নামের একটি ওয়েবসাইটে গবেষণাপত্র, থিসিস, টার্ম পেপার, গবেষণা প্রস্তাব, রিভিউ পেপার এবং স্টেটমেন্ট অব পারপাস (এসওপি) তৈরির সেবার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে, সেখানে অভিজ্ঞ লেখকদের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে মৌলিক ও চৌর্যবৃত্তিমুক্ত লেখা সরবরাহের দাবি করা হয়েছে। যোগাযোগের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও ২ এর পাতায় দেখুন



রাজশাহী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র: ভূমিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
ভূমিমন্ত্রী মো. মিজানুর রহমান মিনু বলেছেন, রাজশাহী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধুলার প্রাণকেন্দ্র। গতকাল দুপুরে রাজশাহী সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজের বাস্তবায়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৬'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, এই রাজশাহী থেকেই ক্রিকেট, ফুটবলসহ নানান খেলাধুলার জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছেন অনেকে। তারা বিশ্বমঞ্চে ২ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি-আ'লীগের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র

পাবনায় সাবেক ডেপুটি স্পিকার টুকুর বাড়িতে আগুন



অপ্রতিম হত্যার চার্জ শুনানি ২৯ নভেম্বর

বিচার হবে দুই আদালতে

স্টাফ রিপোর্টার :
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নাহিদা বেগমের ছেলে ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিম (১৩) হত্যা মামলায় অভিযোগ গঠনের শুনানি আগামী ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। মামলার চার আসামির মধ্যে দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও দুজন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের বিচার হবে পৃথক দুটি আদালতে। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও কুমিল্লা জেলা ও ২ এর পাতায় দেখুন

স্টাফ রিপোর্টার :
পাবনায় সাবেক ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকুর বাড়িতে অগ্নিসংযোগের পর বেড়া উপজেলায় বৃশালিখা এলাকার কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সওদাগরপাড়া এলাকার বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শনিবার (২১ নভেম্বর) সকাল থেকে শুরু হওয়া এ সংঘর্ষ বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত তিনদিন ধরে বেড়া পৌর এলাকার পায়না, বৃশালিখা, সওদাগরপাড়া ও হাতিগাড়াসহ কয়েকটি মহল্লায় দুই পক্ষের বিক্ষোভ মিছিল ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ পরিস্থিতিতে শনিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে আইনশৃঙ্খলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম রেজা হাবিব, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার আবু আশ্রাফ, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা ও বিএনপির



নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সভা শেষে বেড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নয়ন কুমার সরকার হাতিগাড়া এলাকায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে গেলে সেখানে উত্তেজনা দেখা দেয়। স্থানীয় সাংবাদিকদের সূত্রে জানা যায়, নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না-এমন অভিযোগ তুলে উত্তেজিত জনতা ওসির সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়ায়। এ সময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভাঙচুর ও ক্যামেরাপারসনকে মারধর করা হয়। এরপর সকাল সাড়ে ২ এর পাতায় দেখুন

নড়াইলে সাবেক এমপি-মেয়রসহ ৬০ বাড়িতে হামলা-আগুন

স্টাফ রিপোর্টার :
নড়াইল-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কবিরুল হক মুক্তি ও কালিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়র ফকির মুশফিকুর রহমান লিটনের বাড়িসহ ৫০ থেকে ৬০টি বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার বেন্দারচর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধ জনতা এসব বাড়িতে হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুধবার নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নৈরাজ্য ঠেকানোর দাবিতে কালিয়া উপজেলার ছাত্রদল ও ২ এর পাতায় দেখুন

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের কর্মবিরতি, পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া

স্টাফ রিপোর্টার :
সাভার ও আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চলে ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণসহ বিভিন্ন দাবিতে পোশাকশ্রমিকদের চলমান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) বেলা পৌনে ১১টার দিকে আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সেখানে উৎপাদন কার্যক্রম চালু থাকা একটি কারখানার সামনে শ্রমিকদের একটি দল অবস্থান নিলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দেয়। শিল্পাঞ্চল পুলিশ, শ্রমিক ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে সাভার ও আশুলিয়ার অধিকাংশ পোশাক কারখানায় শ্রমিকেরা স্বাভাবিক দিনের মতো কাজে যোগ দেন ২ এর পাতায় দেখুন



সরকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে

-স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম বলেছেন, সারাদেশে অগ্নিসংযোগ বা সহিংসতা চলছে না। একটি নির্দিষ্ট জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। সারাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সরকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ, রংপুরের কৃতি সন্তান আবু সাঈদের স্মৃতি অম্লান রাখতে রংপুর স্টেডিয়ামের নাম পরিবর্তন করে 'শহীদ আবু সাঈদ স্টেডিয়াম' করা হয়েছে। একই সঙ্গে 'শহীদ আবু সাঈদ ইনডোর স্টেডিয়াম'-এরও উদ্বোধন করা হয়েছে।
২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
রবিবার
২২ নভেম্বর ২০২৬
প্রকাশনার ৩০ বছর

সাজেকে সেনাবাহিনী-জেএসএসের গোলাগুলি

স্টাফ রিপোর্টার :
রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার দুর্গম সাজেক ইউনিয়নের মাচালংয়ের ১৪ কিলো এলাকায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে জেএসএসের সদস্যদের গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই এলাকায় থেমে থেমে কয়েক দফা গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। তবে এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, মাচালংয়ের ১৪ কিলো এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি টহল দল অভিযান পরিচালনা করছিল। এ সময় ৭ এর পাতায় দেখুন

জুতা কারখানার শ্রমিকদের মজুরি বাড়ল ৪,৮০০ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার :
চামড়াপণ্য ও জুতা কারখানার শ্রমিকদের নতুন মজুরিকাঠামো ঘোষণা করেছে সরকার। এতে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি ৪ হাজার ৮০০ টাকা বাড়িয়ে ১১ হাজার ৯০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মজুরি হয়েছে ১৪ হাজার ৪০৫ টাকা। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে মজুরি বাড়বে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এর আগে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে এ খাতের শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ছয় বছর পর নতুন মজুরিকাঠামো পেলেন তারা। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ৭ হাজার ১০০ টাকা থেকে বেড়ে ১১ হাজার ৯০০ টাকা হয়েছে। কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মজুরি ৮ হাজার ৫২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪ হাজার ৪০৫ টাকা করা হয়েছে। শিক্ষানবিশ কর্মচারীদের মাসিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ হাজার টাকা
৭ এর পাতায় দেখুন



চাহিদা কমায় সংকটে ঐতিহ্যবাহী বাঁশশিল্প পেশা ছাড়ছেন কারিগররা

স্টাফ রিপোর্টার :
প্লাস্টিকের সামগ্রী ও আধুনিক নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার বাড়ায় সুনামগঞ্জে ঐতিহ্যবাহী বাঁশ শিল্পের চাহিদা কমে গেছে। ফলে এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগর ও ব্যবসায়ীরা জীবিকা নির্বাহে সংকটে পড়েছেন। দীর্ঘদিনের এই ঐতিহ্যবাহী পেশা ছেড়ে অনেক পরিবার অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন।
একসময় গ্রামীণ জনপদে ঘরবাড়ি নির্মাণ, বেড়া, চালা, মাচা ও কৃষিকাজে বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। আমন ধান কাটার মৌসুম এবং বোরো চাষের প্রস্তুতির সময় সুনামগঞ্জ পৌর শহরসহ জগন্নাথপুর, জামালগঞ্জ, দোয়ারাবাজার ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাঁশের বাজারগুলোতে ক্রেতাদের ভিড় থাকত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ঘরবাড়ি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য বাঁশ কিনতে আসতেন। তবে সময়ের পরিবর্তনে সেই চিত্র এখন অনেকটাই বদলে গেছে।
বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার পলাশ বাজারে বাঁশের তৈরি আসবাবপত্র ও ৭ এর পাতায় দেখুন

কৃষকের ক্যানসার ঝুঁকি স্বাস্থ্য সুরক্ষার সংকট!

বিশেষ প্রতিবেদক ■
কৃষি মানুষের খাদ্য ও জীবিকার প্রধান উৎস। অথচ যে কৃষক নিজের শ্রম, মেধা ও ঘামের বিনিময়ে দেশের মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করছেন; সেই কৃষকের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তাই আজ নানা কারণে হুমকির মুখে। ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনে কীটনাশক বা বালাইনাশকের ব্যবহার কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর অপরিকল্পিত, অতিরিক্ত ও অনিরাপদ প্রয়োগ কৃষকের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে। দীর্ঘদিন রাসায়নিক বালাইনাশকের সংস্পর্শে থাকা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার না করা, প্রশিক্ষণের অভাব এবং যথাযথ নির্দেশনা অনুসরণ না করার ফলে কৃষকেরা বিভিন্ন ধরনের বিষক্রিয়া ও দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকিতে পড়ছেন। বাংলাদেশে ক্যানসার আক্রান্তদের মধ্যে কৃষি পেশায় নিয়োজিত মানুষের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে মোট ক্যানসার রোগীর ৩৪ শতাংশ কৃষক, এমন দাবিকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত পরিসংখ্যান হিসেবে উপস্থাপনের আগে তথ্যের উৎস ও গবেষণার পরিধি যাচাই করা প্রয়োজন। জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ২০১৪-২০২০ সালের ৮২ হাজার ২০৯ জন রোগীর তথ্য বিশ্লেষণে ২০১৮ সালে পুরুষ ক্যানসার রোগীদের মধ্যে কৃষি পেশায় নিয়োজিতদের হার ৩৩.৮৪ শতাংশ পাওয়া যায়। এটি পুরুষ রোগীদের একটি নির্দিষ্ট হাসপাতালভিত্তিক তথ্য; দেশের সব ক্যানসার রোগীর মধ্যে কৃষকের হার নয়। অতএব কৃষকদের ক্যানসার ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করতে হলে আবেগের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক তথ্য, পেশাগত ঝুঁকি এবং জনস্বাস্থ্যগত বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

> ফসলের রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনে কীটনাশক বা বালাইনাশকের ব্যবহার কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর অপরিকল্পিত, অতিরিক্ত ও অনিরাপদ প্রয়োগ কৃষকের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।

কীটনাশকের অনিরাপদ ব্যবহার : কৃষিতে কীটনাশক ব্যবহারের উদ্দেশ্য ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড়, রোগজীবাণু ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন রক্ষা করা। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ভুল মাত্রায়, ভুল সময়ে এবং যথাযথ সুরক্ষা ছাড়া প্রয়োগ করলে এই উপকারী উপকরণই কৃষকের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কীটনাশকের বিষাক্ত উপাদান শ্বাসপ্রশ্বাস, ত্বক এবং কখনো মুখের ৭ এর পাতায় দেখুন



ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ১৬৭৪

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৬৭৪ জন। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট ৫১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে নভেম্বরে ২০ দিনে মারা গেছে ৯৭ জন। এছাড়া অক্টোবরে ১৭৪ জন, সেপ্টেম্বরে ১৪৮ জন, আগস্টে ৪৩ জন, জুলাইয়ে ৩৬ জন, জুনে ১৩ জন, মে মাসে একজন এবং জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দুজন করে ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে
৭ এর পাতায় দেখুন



দেশের প্রথম ‘ছানিমুক্ত’ জেলা হবে সিরাজগঞ্জ

-স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
আগামী দুই বছরের মধ্যে সিরাজগঞ্জকে দেশের প্রথম ‘ছানিমুক্ত’ জেলা হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত। তিনি বলেন, ‘এ লক্ষ্যে জেলার ২৬ হাজার দৃষ্টিহীন মানুষের চোখে আলো ফেরাতে বিনামূল্যে অন্তত ৫০ হাজার চোখের ছানি অপারেশন করা হবে। গতকাল শনিবার সিরাজগঞ্জে আয়োজিত এক বিশাল চক্ষু স্বাস্থ্য কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ ঘোষণা দেন। ড. এম এ মুহিত বলেন, ‘একটি জরিপে দেখা
৭ এর পাতায় দেখুন

সহিংসতা উস্কাচ্ছে সামাজিক মাধ্যম

স্টাফ রিপোর্টার :
বড়ই অসামাজিক হয়ে উঠছে সামাজিক মাধ্যম। দেশে এই মুহূর্তে দুই ধরনের সহিংসতা দৃশ্যমান– রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং তৈরি পোশাক শিল্পে। মাঠের এই অস্থিরতাকে আরও উস্কে দিচ্ছে সামাজিক মাধ্যম। দেশ ও বিদেশ থেকে বাংলাদেশিদের একটি অংশ নানাভাবে অতিরঞ্জিত তথ্য, অপতথ্য ও কুতথ্য ছড়াচ্ছে। যাচাই-বাছাইহীন এসব প্রচারণা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ছে লাখো মানুষের মোবাইল ফোনে, যা অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি রূপ নিচ্ছে মাঠের সহিংসতায়। সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে গুজব ও অপতথ্য ছড়ানোর প্রবণতা আগেও ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অপপ্রচারকারীদের সবচেয়ে বড় পুঁজি হয়ে উঠেছে চলমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের পরিবেশে নানা পক্ষ নিজেদের স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করছে অনলাইন। এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যেমন কঠিন হচ্ছে, তেমনি ঝুঁকির মুখে পড়ছে সামাজিক সম্প্রীতি ও অর্থনীতিও।

বিনিয়োগ ও রপ্তানি খাতে শঙ্কা : রাজনৈতিক সংঘাত ও পোশাক কারখানাকেন্দ্রিক সহিংসতার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো অতিরঞ্জিত ও বিকৃত তথ্য বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিনিয়োগে বিমুখ হয়ে পড়ছেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরা।



একইভাবে পোশাক শিল্পের আন্তর্জাতিক ক্রেতা বা বায়ারদের মধ্যেও কাজ করছে গভীর ভীতি ও শঙ্কা। কোনো কারখানায় অসন্তোষ বা রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটলেই খণ্ডিত ভিডিও এবং পুরনো ছবিও ছড়ানো হচ্ছে। বিদেশে থাকা বাংলাদেশিদের একটি অংশের দায়িত্বহীন প্রচারণা এই শঙ্কাকে আরও বাড়াচ্ছে। অথচ বিনিয়োগ টানতে সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তার বিদেশ সফরগুলোতে বাংলাদেশকে একটি বিনিয়োগবান্ধব দেশ হিসেবে বাস্তবিক অর্থেই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই সরকারের আমলে যেসব বিদেশি নেতা ও কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসেছেন, এখানকার পরিবেশ দেখে তাদের অনেকেই বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এর আগে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও বিনিয়োগ নিয়ে সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু টানা কয়েক সপ্তাহের সহিংসতা ও অনলাইন অপপ্রচারে সেই সম্ভাবনা বড় ধরনের হোঁচট খেতে বসেছে।

পাল্টাপাল্টি অভিযোগ, বট বাহিনী ও ট্যাগিং : বর্তমান পরিস্থিতিতে সহিংসতা করছে কমবেশি সব পক্ষই। তবে অনলাইনে উস্কানি ছড়ানোর বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র পাল্টাপাল্টি অভিযোগ রয়েছে। সরকার ও বিরোধী দল উভয় পক্ষই অভিযোগ করছে, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পলাতক নেতাকর্মীরা দেশের বাইরে থেকে সামাজিক মাধ্যমে নানা ধরনের উস্কানিমূলক পোস্ট দিচ্ছেন। এর মাধ্যমে তারা দলটির সাধারণ সমর্থকদের পুলিশ ও জনগণের জানমালের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছেন। বিপদে ফেলছেন সমর্থকদেরও। আছে উল্টো অভিযোগও
৭ এর পাতায় দেখুন

নড়াইলে হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে হামলার খবর গুজব: পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার :
নড়াইলের কালিয়া উপজেলার বেন্দারচর গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের খবরকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে দাবি করেছে পুলিশ সদর দপ্তর। পুলিশ জানায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়েপড়া ভিডিওগুলো পুরোনো ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি। ওই এলাকায় কোনো হিন্দু বসতি নেই বলেও দাবি করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায় পুলিশ সদর দপ্তর। পুলিশ সদর দপ্তর জানায়, গত ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার দিকে কালিয়া থানার বেন্দারচর স্লুইসগেট-সংলগ্ন বটতলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির মিছিলে হামলা করেন। এ ঘটনায় কালিয়া পৌর কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক শাহীন শেখ (৪৫) এবং কালিয়া উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সোহেল মোল্যা
৭ এর পাতায় দেখুন



নাশকতা ঠেকাতে গ্রাম পুলিশকে জিরো টলারেন্সের নির্দেশ প্রতিমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার :
গ্রাম পুলিশের উদ্দেশে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী বলেছেন, ‘একটি নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের চিরাচরিত স্বভাব অগ্নিসংযোগ, যানবাহন ও অফিস-আদালত পোড়ানো, মানুষ হত্যা এবং বাস ও থানায় আগুন দেওয়া।এসব নাশকতা প্রতিহত করতে আপনারা জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করবেন। শনিবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গ্রাম পুলিশদের সঙ্গে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা পোশাকধারী সরকারি লোক, তাই আপনাদের মনোবল শক্ত রাখতে হবে। নিষিদ্ধ সংগঠনের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ। কোনো এলাকায় তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের খবর
৭ এর পাতায় দেখুন



গণভোটের রায় মানলে ফ্যাসিবাদ রুখতে মাঠে থাকবে জামায়াত

-গোলাম পারওয়ার

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া কোনও ঐক্য তৈরি হবে না। গণভোটের রায় মেনে নিলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হবে। গণভোটের রায় মানলে বিরোধীদল জামায়াত ইসলামী সর্বশক্তি দিয়ে ফ্যাসিবাদকে রুখবে বলেও জানান তিনি। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নৈরাজ্য
৭ এর পাতায় দেখুন

বিনা টিকিটের যাত্রী ঠেকাতে কঠোর হচ্ছে রেলওয়ে

স্টাফ রিপোর্টার :
ট্রেনে বিনা টিকিটের যাত্রী চলাচল বন্ধ এবং রেলের রাজস্ব আয় বাড়াতে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। একই সঙ্গে ট্রেনের সময়নিষ্ঠ চলাচল নিশ্চিত করা, যাত্রীদের নিরাপত্তা জোরদার, স্টেশন ও কোচের পরিচ্ছন্নতা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেলওয়ের সম্পদ ও জমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে আয় বাড়ানোর বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পরিচালনসংক্রান্ত সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে সূত্র জানায়, বিনা টিকিটের যাত্রী চলাচল বন্ধে ট্রেনে টিকিট পরীক্ষা জোরদার এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। টিকিট বিক্রির ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রেলের বিভিন্ন আয় খাত পর্যালোচনা করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং সম্পদ ও জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে। সময়মতো ট্রেন পরিচালনায় তাগিদ : ট্রেনের সময়সূচি মেনে চলা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ট্রেন বিলম্বের কারণ চিহ্নিত করে তা কমানোর পাশাপাশি পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। যাত্রীসেবার মান বাড়াতে কোচের আসন ও অন্যান্য সুবিধা সচল রাখা, প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং নষ্ট কোচ দ্রুত মেরামতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোচের প্রাপ্যতা বাড়াতে পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়েও আলোচনা হয়। স্টেশন ও ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং যাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনা রোধে রেললাইনে নজরদারি : রেলপথে দুর্ঘটনা কমাতে রেললাইনের নিরাপত্তা জোরদার, অবৈধ লেভেল ক্রসিং নিয়ন্ত্রণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অননুমোদিত লেভেল ক্রসিং এবং রেললাইনের ওপর দিয়ে মানুষের অবাধ চলাচল বন্ধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে ৭ এর পাতায় দেখুন



শিল্প, বস্ত্র ও পাট এবং বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির গতকাল শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ১৩তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২৬ উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

শতভাগ দেশীয় পণ্য নিয়ে আজ শুরু হচ্ছে জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা

স্টাফ রিপোর্টার :
ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি (সিএমএসএমই) শিল্পের বিকাশ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আগামীকাল রাজধানীতে শুরু হচ্ছে সাত দিনব্যাপী ১৩তম জাতীয় এসএমই পণ্যমেলা-২০২৬। আজ ২২ থেকে ২৮ নভেম্বর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এ মেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান মেলার উদ্বোধন করবেন। গতকাল শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এ তথ্য জানান। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নে সিএমএসএমই খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১ কোটি ১৭ লাখ সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটি মোট নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৭ এর পাতায় দেখুন

গভীর সমুদ্রে ৭২ জনকে জিম্মি

সাগরে ফেলে দেওয়া হয় সাতজনকে পালিয়ে ফিরলেন ২৮

স্টাফ রিপোর্টার :
মালয়েশিয়ায় পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন সংগ্রহ করে টেকনাফে আটকে রাখা হয়। পরে ছোট নৌকায় করে তাদের নেওয়া হয় গভীর সমুদ্রে থাকা একটি ট্রলারে। সেখানে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রত্যেকের কাছে দাবি করা হয় প্রায় ৫০ লাখ টাকা মুক্তিপণ। টাকা দিতে না পারলে নির্যাতন- এমনকি সাগরে ফেলে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। এভাবে ট্রলারে বন্দি ছিলেন ৭২ জন। একপর্যায়ে নির্যাতন সইতে না পেরে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ভুক্তভোগীরা। দালালচক্রের সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ট্রলারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিজেরাই কক্সবাজার উপকূলে ফিরে আসেন। শুক্রবার (২০ নভেম্বর) রাতে নারী ও শিশুসহ ২৮ জনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ ও কোস্টগার্ড। উদ্ধার হওয়াদের দাবি, তাদের সঙ্গে থাকা সাতজনকে
৭ এর পাতায় দেখুন



অসময়ের বৃষ্টিতে ভিজছে আমন ধান লোকসানের শঙ্কায় কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার :
বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর প্রভাবে বৃষ্টিতে নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার বিভিন্ন মাঠে পড়ে থাকা পাকা ও কাটা আমন ধান ভিজে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকেরা। কৃষকেরা আশঙ্কা করছেন, অসময়ের এই বৃষ্টিতে কাটা ধান ভিজে যাওয়ায় ধানের ফলন কম হতে পারে। বৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হলে ধান কাটা, মাড়াই ও ঘরে তোলা নিয়ে বিপাকে পড়তে হবে কৃষকদের। তবে কৃষি বিভাগ বলছে, এই বৃষ্টিতে কৃষকের সাময়িক ভোগান্তি হলেও ফলনে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। নওগাঁর বদলগাছী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার (২১ নভেম্বর) সকাল পর্যন্ত ৪৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৮ শতাংশ। তাপমাত্রা ছিল ২০ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানা গেছে, উপজেলার আটটি ইউনিয়নে
৭ এর পাতায় দেখুন

হামে আরও ২ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশু মারা গেছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত হাম-সংক্রান্ত রোগে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৩৪৩ শিশুতে। গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে পাঠানো নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কোনো শিশুর মৃত্যু না হলেও সন্দেহজনক হামে দুই শিশু মারা গেছে। তার মধ্যে ঢাকা বিভাগে এক এবং খুলনা বিভাগে এক শিশু রয়েছে। এ নিয়ে গত ১০ এপ্রিল থেকে সন্দেহজনক হামে মৃতের সংখ্যা পৌঁছালো এক হাজার ২৩৮ শিশুতে। সেইসাথে নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ১০৫ শিশুর। এছাড়া নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৯৪ শিশুর। এছাড়া নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ৮৩১ শিশু। নিশ্চিত রোগীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৫৫, সিলেটে ২৫, চট্টগ্রামে ১২ ও রংপুরে দুজন আক্রান্ত হয়েছে।
৭ এর পাতায় দেখুন

দেশে অবাধে ঢুকছে ভারতীয় বাইক

স্টাফ রিপোর্টার :
রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দেশে ঢুকছে ভারতীয় মোটরসাইকেল। এতে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। সেই সঙ্গে নম্বরবিহীন এসব মোটরসাইকেল চোরাই পণ্য পরিবহনসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, অবৈধভাবে দেশে ঢোকা ভারতীয় মোটরসাইকেল কেনাবেচার সিন্ডিকেটকে সহায়তা করছে কিছু অসাধু পুলিশ ও বিআরটিএর একশ্রেণির অসাধু কর্মকর্তা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সীমান্ত এলাকা পেরিয়ে জেলা শহরগুলোতে ঢুকছে ভারতীয় মোটরসাইকেল। এর পর নকল বিআরটিএর কাগজপত্র দিয়ে কতিপয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ম্যানেজ করে চলছে এ ব্যবসা। অবৈধ এসব মোটরসাইকেল ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠেছে রিকন্ডিশন্ড গাড়ির দোকান। পুরোনো গাড়ি বেচা-কেনার নামে এসব শো-রুম যারা পরিচালনা করছেন তারা পুলিশ ও বিআরটিএর কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ম্যানেজ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত আদায় করা হচ্ছে মাসোহারা। সীমান্তসংলগ্ন হাটবাজারে ভারতীয় মোটরসাইকেলের আনাগোনা সবচেয়ে বেশি। এসব মোটরসাইকেলে করে চোরাই পণ্য আনা-নেওয়া করা হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় ব্যবহৃত



> মাদক ও চোরাই পণ্য পরিবহনসহ নানা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার, রাজস্ব হারাচ্ছে দেশ

এসব বাইকের অধিকাংশেরই নেই কোনো নম্বর পেট। নম্বর প্লেটবিহীন এসব মোটরসাইকেল ব্যবহার করছে অপরাধী চক্র কিংবা চোরাচালানিরা। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও সীমান্ত এলাকায় বিজিবি নিয়মিত অভিযানে মাদ

রায় লেখায় এআইয়ের ওপর নির্ভর

তিনি বলেছেন, রায়ের অপারেটিভ অংশ সংশ্লিষ্ট বিচারককে নিজ হাতে এবং নিজের বিচারিক বিবেচনা প্রয়োগ করে লিখতে হবে। বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারকের নিজস্ব মেধা, মনন ও আইনগত বিশ্লেষণই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। শনিবার সকালে চট্টগ্রামের রেডিসন ব্লু বে ভিউ হোটেলে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইব্যুনালে কর্মরত বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া এক অভিভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানে কর্মরত বিচারিক কর্মকর্তারা অংশ নেন। অভিভাষণে প্রধান বিচারপতি বিচারপ্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনা, মামলা ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, বিচারকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিচারপ্রার্থীদের জন্য আদালতবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, বিচারিক কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে সময়ের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিকল্পিতভাবে মামলা পরিচালনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মামলার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকদের নিজ নিজ সামর্থ্য ও সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে কার্যতালিকা প্রস্তুতের পরামর্শ দেন প্রধান বিচারপতি। শুনানি শেষ হওয়ার পর উন্মুক্ত আদালতেই পরবর্তী তারিখ ঘোষণা, মামলার নথিপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিচারপ্রার্থীদের দ্রুত সার্টিফায়েড কপি সরবরাহের বিষয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেন তিনি।

ইরান চুক্তি করতে চায়, তবে প্রস্তাব

শুক্রবার (২০ নভেম্বর) হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। ট্রাম্প বলেন, 'ইরান চুক্তি করতে চায়। কিন্তু তারা এমন কোনো চুক্তি করতে রাজি নয়, যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। তিনি আরও বলেন, 'আমরা প্রকৃত চুক্তি চাই, কোনো ভুয়া চুক্তি নয়।' এ সময় ইরানের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও তোলেন তিনি। অন্যদিকে, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় তেহরানের কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দেশের বাইরে নেওয়া যাবে না। তবে তিনি মনে করেন, আলোচনার মাধ্যমে একটি ন্যায়সংগত সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব। আরাগচি বলেন, ইরান এমন একটি চুক্তি চায়, যা ভবিষ্যতে নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করবে। কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জনের আশা এখনো রয়েছে তেহরানের। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, আলোচনায় এগিয়ে যাওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্র যে সত্যিই সমঝোতায় আগ্রহী, তার নিশ্চয়তা চায় ইরান। এ বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে আস্থার পরিবেশ তৈরির বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ট্রাম্প ও আরাগচির এসব বক্তব্যের মধ্যে ইরানে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সামরিক হামলার আশঙ্কা বাড়ছে। প্রায় নয় মাস ধরে চলা এই সংঘাতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সামলাতে গিয়ে চাপে রয়েছেন ট্রাম্প। নতুন করে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানো হবে কি না, তা নিয়েও ভাবছেন তিনি।

কোথাও কেউ নাশকতার চেষ্টা

প্রতিবাদে গতকাল দাগনভূঞা উপজেলা বিএনপি আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল শেষে আয়োজিত এক সমাবেশে পরিবেশমন্ত্রী এ কথা বলেন। এ সময় পরিবেশমন্ত্রী কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেউ কোথাও নাশকতার চেষ্টা করলে পুলিশে ধরিয়ে দিতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মন্ত্রী বিএনপি নেতা-কর্মীদের অনুরোধ করেন কেউ যেন আইন হাতে তুলে না নেয় । তিনি বলেন, 'আমরা সবাই শান্তির পক্ষে। কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।' দাগনভূঞা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আকবর হোসেনের সভাপতিত্বে মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহার, সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলাল। জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক গাজী হাবিব উল্লাহ মানিক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সাঈদুর রহমান জুয়েল ও সাধারণ সম্পাদক এস এম কায়সার এলিন প্রমুখ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টুর নেতৃত্বে মিছিলটি দাগনভূঞা পৌর শহরের আতাতুর্ক স্কুল গেট থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মাসুদ চত্বরে এসে সমাবেশে মিলিত হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী মিছিলে অংশ নেন।

সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের

আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল সকালে ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তিনি এ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব জাহিদুল ইসলাম রনি এ তথ্য জানান। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় শহীদদের স্মরণে বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী শিখা অনির্বাণে সংরক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এর আগে শিখা অনির্বাণে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। শিখা অনির্বাণে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে যান। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ও মহাপরিচালকগণ। এ সময় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে নির্বাচিত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা দেন। অনুষ্ঠানে সাত বীরশ্রেষ্ঠের নিকটাত্মীয়সহ প্রায় ১০১ জন খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে চা-চক্রে অংশ নেন। উল্লেখ্য, সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে দেশের সব সেনানিবাস, নৌ ঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটিতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দিবসের কর্মসূচির শুরুতে ফজরের নামাজের পর দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনায় মসজিদগুলোতে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাঁবেদার

রহমান এই সেনাবাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য ছিলেন। এটি বাহিনীর ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের সাহস ও শৌর্যের প্রতীক। বিগত সময়ের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। একই সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টাও চালানো হয়েছে। তবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও জনগণের স্বার্থে বাহিনী সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সশস্ত্র বাহিনীকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও সমন্বিত কাঠামোয় গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার এ বাহিনীর আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড পুরোপুরি বজায় রাখা হবে। পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীতে 'ওয়ান র‍্যাঙ্ক, ওয়ান পেনশন' ব্যবস্থা কার্যকর করার ঘোষণা দেন তিনি। শহীদদের আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীনতা যেকোনো মূল্যে অক্ষুণ্ন রাখার আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই সরকারের লক্ষ্য।

সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের

প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার। শিখা অনির্বাণে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে যান। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ও মহাপরিচালকগণ। এ সময় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে নির্বাচিত খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সংবর্ধনা দেন। অনুষ্ঠানে সাত বীরশ্রেষ্ঠের নিকটাত্মীয়সহ প্রায় ১০১ জন খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারসহ ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে চা-চক্রে অংশ নেন। উল্লেখ্য, সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে দেশের সব সেনানিবাস, নৌ ঘাঁটি ও স্থাপনা এবং বিমানবাহিনী ঘাঁটিতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দিবসের কর্মসূচির শুরুতে ফজরের নামাজের পর দেশের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি, সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনায় মসজিদগুলোতে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

সেন্টমার্টিনে আটকা দেড়

পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় জেলা প্রশাসন। এতে কক্সবাজার থেকে জাহাজে করে দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া প্রায় এক হাজার পর্যটক আটকা পড়েন। টেকনাফ-সেন্টমার্টিন ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশিদ শনিবার দুপুরে বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে অনেক পর্যটক দ্বীপে আটকা পড়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আর্থিক সংকটেও পড়েছেন। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে শনিবার সকাল থেকে ট্রলারে করে পর্যটকদের ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ট্রলারে ৩০ থেকে ৩৫ জন করে মোট সাড়ে তিনশ পর্যটক টেকনাফের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। তবে ট্রলারের সংকট থাকায় আরও অনেক পর্যটক জেটিঘাটে অপেক্ষা করছেন। দ্বীপের জেটিঘাটে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন রাজশাহী থেকে আসা পর্যটক খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, পরিবারের নয় সদস্যকে নিয়ে আনন্দ ভ্রমণে সেন্টমার্টিনে এসেছিলেন। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার কারণে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দ্বীপে আটকা পড়েছেন। আনন্দ ভ্রমণ এখন দুর্ভোগে পরিণত হয়েছে। ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত বাজেটও শেষ হয়ে গেছে। তাই যেকোনও উপায়ে দ্বীপ ছাড়তে চান তারা। এখন ট্রলারের অপেক্ষায় রয়েছেন। সেন্টমার্টিনের সৈকতকর্মী নুরুল আমিন বলেন, দ্বীপে বেড়াতে এসে অনেক পর্যটক আটকা পড়েছেন। শনিবার সকাল থেকে তাদের অনেকে ট্রলারে করে টেকনাফের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। এরই মধ্যে ১০টি ট্রলার দ্বীপ ছেড়েছে। সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ফয়েজুল ইসলাম বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে আটকা পড়া পর্যটকদের মধ্যে যারা ফিরতে চান, তারা ট্রলারে করে টেকনাফে চলে যাচ্ছেন। সেন্টমার্টিন জেটিঘাট থেকে ট্রলারে উঠে তারা টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ জেটিঘাটে পৌঁছাবেন। আর যারা দ্বীপে থাকতে চান, তারা সেখানে অবস্থান করছেন। কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন নৌপথে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হলে অবশিষ্ট পর্যটকেরা জাহাজে করে কক্সবাজার ফিরতে পারবেন। টেকনাফ উপজেলার ইউএনও এসএম অনীক চৌধুরী বলেন, বৈরী আবহাওয়ার কারণে দ্বীপে আটকা পড়া পর্যটকদের মধ্যে বিশেষ জরুরি প্রয়োজন ও আর্থিক সংকটে থাকা কিছু পর্যটক ট্রলারে করে টেকনাফে ফিরছেন। দ্বীপে অবস্থানরত পর্যটকদের খোঁজখবর রাখা হচ্ছে।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ৫ নভেম্বর থেকে কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন নৌপথে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল শুরু হয়। এ মৌসুমে এ পথে পাঁচটি জাহাজ চলাচলের অনুমতি পেয়েছে। মৌসুম শুরুর পর থেকে পর্যটকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। গত ১৩ নভেম্বর চারটি জাহাজে করে সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করেন ১ হাজার ৭৫৪ জন পর্যটক। মৌসুম শুরুর পর এক দিনে এটিই ছিল সর্বোচ্চ পর্যটক যাতায়াত। বুধবারও চারটি জাহাজে করে দ্বীপে যান ১ হাজার ২৪১ জন পর্যটক। তাদের মধ্যে এমভি বারো আউলিয়ায় ৪৭২, কর্ণফুলী এক্সপ্রেসে ৩৭২, এমভি টেকনাফে ১৪৫ এবং এমভি মালঞ্চে ২৫২ জন ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ নভেম্বর থেকে আগামী বছরের ১৫ মার্চ পর্যন্ত সেন্টমার্টিনে পর্যটক যাতায়াতের সুযোগ রয়েছে। এ সময়ে পর্যটকেরা দ্বীপে ভ্রমণের পাশাপাশি রাত্রিযাপনও করতে পারবেন। প্রত্যেক পর্যটককে ১০০ টাকা পরিবেশ সংরক্ষণ ফি দিতে হচ্ছে। এ ছাড়া ভ্রমণের জন্য ট্রাভেল পাস ও কিউআর কোডযুক্ত টিকিট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দ্বীপের ভঙ্গুর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পর্যটকদের জন্য একাধিক বিধিনিষেধও রয়েছে। রাতে সৈকত ও আশপাশের এলাকায় আলো জ্বালানো, উচ্চ শব্দ সৃষ্টি এবং বারবিকিউ পার্টির আয়োজন নিষিদ্ধ। এ ছাড়া সৈকতে মোটরসাইকেল ও সি-বাইক চলাচল এবং দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

গাজীপুরে কাজে ফিরলেন ৮০

টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক। ভোগড়া এলাকার এক পোশাকশ্রমিক বলেন, 'বেতন বাড়ানোর দাবির সঙ্গে আমরা একমত। কিন্তু কারখানায় এসে কাজ না করে বাড়ি ফিরে যেতে খারাপ লাগে। শ্রমিকরা আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে বেতন বাড়বে, এমন প্রত্যাশা নিয়ে কাজে ফিরছেন বলে মনে করেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন। তিনি বলেন, শ্রমিকরা মনে করছেন, মজুরি বোর্ড তাদের বেতন বাড়ানোর নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এ কারণে তারা কাজে যোগ দিচ্ছেন। তবে মালিকপক্ষ এখনো বেতন বাড়ানোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত কোনো প্রস্তাব দেয়নি। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার আমজাদ হোসেন বলেন, শনিবার সকাল পর্যন্ত মহানগর ও জেলার কোথাও মজুরি বাড়ানোর দাবিতে নতুন করে আন্দোলন বা সড়ক অবরোধের খবর পাওয়া যায়নি। শিল্পাঞ্চলের পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন এবং প্রায় ৮০ শতাংশ পোশাক কারখানা খোলা রয়েছে। গাজীপুরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও সাভার ও আশুলিয়ার শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের কর্মবিরতিতে বেশ কয়েকটি কারখানায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। শিল্প পুলিশ, শ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে অধিকাংশ কারখানার শ্রমিক শান্তিপূর্ণভাবে কাজে যোগ দেন। তবে কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকরা কাজে অংশ না নিয়ে কর্মবিরতি পালন করেন। পরে কর্তৃপক্ষ কারখানাগুলোতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। সকালে আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকার একটি কারখানায় শ্রমিকরা প্রবেশ করলেও কাজ না করে নিচে অবস্থান নেন। পরে কর্তৃপক্ষ সেখানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। একইভাবে আরও কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশের পর কর্মবিরতি শুরু করলে সেগুলোতেও ছুটি ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আইনবিষয়ক সম্পাদক খায়রুল মামুন মিন্টু বলেন, আশুলিয়ার কয়েকটি পোশাক কারখানা সকাল ৭টায় চালু হয়। শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশ করলেও কাজে অংশ না নিয়ে বসে থাকেন। কর্মবিরতির মুখে পরে অধিকাংশ কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়। শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া সকাল ১১টার দিকে জানান, শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় এ অঞ্চলে ১১টি কারখানা বন্ধ রয়েছে।

সামনে পানি-পরিবেশের

১৬৫ কিলোমিটার নদী অংশে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পাবনাসহ আশপাশের এলাকার শহর রক্ষা বাঁধের উচ্চতা ও সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।
পাঁচ নদী ব্যবস্থায় পানি ফেরানোর লক্ষ্য : পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ফারাক্কার প্রভাবে পানিশূন্য হয়ে পড়া পাঁচটি নদী ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা। প্রকল্প পরিচালক হাসান মাহমুদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত হিসনা-মাথাভাঙ্গা, গড়াই-মধুমতি, চন্দনা-বারাশিয়া, বড়াল ও ইছামতি নদী ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া গোদাগাড়ী পাম্প হাউস, গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্প এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। ড্রেজিং ও খাল পুনঃখননের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃত্রিম জলাবদ্ধতা দূর করা, সাতক্ষীরা-খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা কমানো এবং সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষার পরিকল্পনাও রয়েছে প্রকল্পে। প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফলের তালিকাও বেশ বড়। প্রকল্প সারসংক্ষেপ অনুযায়ী, বৃহত্তর সাতটি অঞ্চলের প্রায় ২৮ লাখ ৮০ হাজার হেক্টর নিট চাষযোগ্য জমিতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য রয়েছে। এর ফলে বছরে প্রায় ২৩ লাখ ৯০ হাজার টন অতিরিক্ত ধান এবং ২ লাখ ৩৪ হাজার টন মাছ উৎপাদনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চারটি টারবাইন স্থাপনের প্রস্তাবও রয়েছে। পাশাপাশি ৩ হাজার ৪৫০ একর জমিতে আধুনিক রুরাল টাউনশিপ এবং সাতটি স্যাটেলাইট শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস অবকাঠামো সম্প্রসারণের পাশাপাশি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯ লাখ ২৭ হাজার মানুষের স্থায়ী কর্মসংস্থান হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রায় শূন্য দশমিক ৪৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি যোগ হওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে।
পানির হিসাব ও পলি ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন : প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফলের বিপরীতে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ২৯ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ দিতে ৯ দশমিক ৫ থেকে ২৬ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি প্রয়োজন হতে পারে। অথচ ব্যারেজে পানি সংরক্ষণের সক্ষমতা ধরা হয়েছে প্রায় ৩ বিলিয়ন ঘনমিটার। ফলে পরিকল্পিত সেচের চাহিদা কীভাবে পূরণ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, সংরক্ষিত পানির বড় অংশ সেচে ব্যবহার করা হলে নদীপথে নৌ-চলাচল এবং মাছের জীবনচক্রের জন্য পর্যাপ্ত পানি রাখা কঠিন হতে পারে। একই সঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রস্তাবিত চারটি টারবাইনের সক্ষমতা ও এর পরিবেশগত প্রভাব নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন তারা। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্র ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পদ্মার স্বাভাবিক প্রবাহ ঝুঁকিতে ফেলা কতটা যৌক্তিক, তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ব্যারেজে দুটি ফিশ পাস রাখার পরিকল্পনা থাকলেও বাংলাদেশের নদীর মাছ এসব পথ কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে বিশেষজ্ঞদের। তাদের মতে, মাছের প্রজাতি, চলাচলের ধরন এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিবেচনায় নিয়ে ফিশ পাসের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. নাজমুল ইসলাম বলেন, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের ভূমি গঠন ও ভূ-আকৃতিগত স্থিতিশীলতা রক্ষায় নদীবাহিত পলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় এ বদ্বীপে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টন পলি প্রবাহের কথা উল্লেখ করা হলেও পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণায় এর পরিমাণে উল্লেখযোগ্য তারতম্য এবং দীর্ঘমেয়াদি হ্রাসের প্রবণতাও পাওয়া গেছে। তার মতে, ব্যারেজের কারণে নদীর প্রবাহ, পানির স্তর ও পলি পরিবহনের ধরন পরিবর্তিত হলে উজানে পলি জমতে পারে এবং ভাটিতে পলির ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এতে নদীর তলদেশের গঠন বদলে যাওয়া, তীরভাঙন ও বন্যার ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে শুষ্ক মৌসুমে মিঠাপানির প্রবাহ কমে গেলে উপকূল ও মোহনা অঞ্চলে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ বাড়তে পারে। তবে পাংশা থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত স্থায়ী জলাবদ্ধতা, ভয়াবহ বন্যা কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর পর্যন্ত লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়ার মতো নির্দিষ্ট আশঙ্কা যাচাই করতে হলে প্রকল্পের নকশা, নদীর প্রবাহ, পলি পরিবহন, ভূ-প্রকৃতি ও জলবিদ্যুৎগত মডেলিংয়ের ফলাফল প্রয়োজন বলে মনে করেন এই অধ্যাপক। তার মতে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে সমন্বিত নদী-রূপতাত্ত্বিক, পলিবিদ্যাগত ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন জরুরি।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায়

তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গতকাল রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক র‍্যালির উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। রিজভী বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে না তুলে সমান্তরালভাবে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়েছিল। সেনাবাহিনীকে কাউন্টার করার জন্যই রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। এ বাহিনী দিয়ে সারাদেশে বিরোধী দলকে দমন ও রক্তাক্ত করা হয়েছে। সারাদেশ থেকে প্রগতিশীল অনেক নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এ সময় প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়। তিনি বলেন, আজ সশস্ত্র বাহিনী দিবস। সিপাহী-জনতার ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর সিপাহীরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। এই ৭ নভেম্বর বাংলাদেশকে বহুদলীয় গণতন্ত্র, অসংখ্য টেলিভিশন চ্যানেল এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের এক অপরিসীম অবদান রয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পাশাপাশি তাঁর সহধর্মিণী বেগম খালেদা জিয়া ও তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানও সেনাবাহিনীকে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রতীক। তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রেরও প্রতীক। তাঁর গড়ে তোলা আধুনিক সেনাবাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রুহুল কবির রিজভী বলেন, পরাজিত শক্তি যারা অন্যের পদতলে নিজেদের আত্মসমর্পণ করে ও ক্রীতদাসের মত

সাজেকে সেনাবাহিনী-জেএসএসের

দলও নেই। এ ধরনের তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তোফাজ্জল হোসেন বলেন, গত কয়েক দিন ধরে সাজেকের বিভিন্ন এলাকায় গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শনিবার সকাল ৯টা থেকে ওই এলাকায় থেমে থেমে কয়েক দফা গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

জুতা কারখানার শ্রমিকদের

মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ হাজার টাকা।

ছয় গ্রেডে শ্রমিকদের মজুরি : নতুন মজুরিকাঠামোতে শ্রমিকদের জন্য ছয়টি গ্রেড রাখা হয়েছে। সর্বনিম্ন ষষ্ঠ গ্রেডের সহকারী অপারেটরদের মাসিক মজুরি ১১ হাজার ৯০০ টাকা। এর মধ্যে মূল মজুরি ৬ হাজার, বাড়িভাড়া ৩ হাজার, চিকিৎসা ভাতা ১ হাজার, যাতায়াত ভাতা ৬০০ এবং খাদ্য ভাতা ১ হাজার ৩০০ টাকা। সব গ্রেডের শ্রমিক চিকিৎসা, যাতায়াত ও খাদ্য ভাতা বাবদ সমান ২ হাজার ৯০০ টাকা পাবেন। পঞ্চম গ্রেডের জেনারেল অপারেটরদের মাসিক মজুরি ১৩ হাজার ৮৫ টাকা, চতুর্থ গ্রেডের জুনিয়র অপারেটরদের ১৪ হাজার ৪০৫ টাকা, তৃতীয় গ্রেডের অপারেটরদের ১৫ হাজার ৮৭৫ টাকা এবং দ্বিতীয় গ্রেডের সিনিয়র অপারেটরদের ১৭ হাজার ৯৪৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ প্রথম গ্রেডের চিফ কোয়ালিটি কন্ট্রোলার, লাইন লিডার ও স্যাম্পল ম্যান পদের শ্রমিকদের মাসিক মজুরি হবে ২৩ হাজার ২৫৫ টাকা।

কর্মচারীদের সর্বনিম্ন মজুরি ১৪ হাজার ৪০৫ টাকা : কর্মচারীদের জন্য চারটি গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বনিম্ন চতুর্থ গ্রেডের মাসিক মজুরি ১৪ হাজার ৪০৫ টাকা। এর মধ্যে মূল মজুরি ৭ হাজার ৬৭০ এবং বাড়িভাড়া ৩ হাজার ৮৩৫ টাকা। এ ছাড়া চিকিৎসা, যাতায়াত ও খাদ্য ভাতা বাবদ তারা পাবেন ২ হাজার ৯০০ টাকা। তৃতীয় গ্রেডের কর্মচারীদের মজুরি ১৬ হাজার ২৩৫ টাকা, দ্বিতীয় গ্রেডের ১৮ হাজার ৮১৫ টাকা এবং প্রথম গ্রেডের ২০ হাজার ৬০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।শিক্ষানবিশ শ্রমিকদের মাসিক মজুরি হবে ১০ হাজার টাকা। তাদের শিক্ষানবিশকাল তিন মাস। তবে প্রয়োজনে মালিকপক্ষ এ সময় বাড়াতে পারবে।

মজুরি নিয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ : জানা গেছে, চলতি বছরের শুরুর দিকে এ খাতের মজুরি পুনর্নির্ধারণে ছয় সদস্যের মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। কয়েক দফা বৈঠকের পর গত আগস্টে বোর্ড নতুন মজুরিকাঠামো চূড়ান্ত করে। আলোচনায় শ্রমিকপক্ষ প্রথমে সর্বনিম্ন মজুরি সাড়ে ১২ হাজার টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। অন্যদিকে মালিকপক্ষের প্রাথমিক প্রস্তাব ছিল ৮ হাজার টাকা। দেশে প্রায় ২০০টি চামড়াপণ্য ও জুতা কারখানা রয়েছে। এসব কারখানায় দুই লাখের বেশি শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন। নতুন মজুরিকাঠামোয় তাদের আয় বাড়লেও বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে এই মজুরি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শ্রমিক প্রতিনিধিরা। মজুরি বোর্ডে মালিকপক্ষের প্রতিনিধি মো. মুমিনুল আহসান বলেন, বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে মালিকেরা নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছেন। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির কারণে শ্রমিকেরাও ভালো নেই। সব দিক বিবেচনা করেই সর্বসম্মতিক্রমে নতুন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি আওরেঙ্গজেব চৌধুরী বলেন, 'শ্রমিকদের সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ নেই। কারণ, বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে এই মজুরি যায় না। শ্রমিকপক্ষ শুরুতে সাড়ে ১২ হাজার টাকার প্রস্তাব না দিয়ে তুলনামূলক কম মজুরির প্রস্তাব করেছিল কেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, তখন দেশের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে কম মজুরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

চাহিদা কমায় সংকটে ঐতিহ্যবাহী

গৃহস্থালি সামগ্রী নিয়ে সারি সারি বসে থাকলেও ক্রেতার উপস্থিতি খুবই কম। পলাশ ইউনিয়নের দুধপুর গ্রামের আল-আমিন জানান, তিনি গত ১০ বছর ধরে নিজে বাঁশের জিনিস তৈরি করে বিক্রি করছেন। একই ইউনিয়নের মাঝাইর গ্রামের আবেদ আলী ২৫ বছর ধরে কৃষিকাজের পাশাপাশি বাঁশের তৈরি সামগ্রী বিক্রি করছেন। কুটিপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিনও গত ২০ বছর ধরে এ পেশায় যুক্ত রয়েছেন।

সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার ওয়েজখালীর বাঁশ ব্যবসায়ী দিলোয়ার মিয়া বলেন, আগে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০টি বাঁশ বিক্রি হলেও এখন ১৫ থেকে ২০টির বেশি বিক্রি করা কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিটি বাঁশের দাম ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা হওয়ায় ক্রেতারাও আগ্রহ হারাচ্ছেন। আগে অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ মাসের আগেই ক্রেতারা অগ্রিম টাকা দিয়ে বাঁশ বুকিং করতেন। বর্তমানে নির্মাণকাজ ছাড়া বাঁশের চাহিদা অনেক কমে গেছে। বাঁশের তৈরি কুলা, ঝুড়ি, ডালা, চালুনি ও চাটাইয়ের চাহিদাও কমেছে। প্লাস্টিকের সামগ্রীর সহজলভ্যতায় এসব ঐতিহ্যবাহী পণ্যের ব্যবহার কমে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কারিগররা। ওয়েজখালী গ্রামের আজুর মিয়া বলেন, আগে বাড়িতে বাঁশের তৈরি কলই, ঝুড়ি ও ডালা ব্যবহার করা হতো। এখন এসব পণ্যের জায়গা দখল করেছে প্লাস্টিকের সামগ্রী। ফলে বাঁশের জিনিসের কদর কমে গেছে। গৌরারং ইউনিয়নের বড়ঘাট গ্রামের লাল মিয়া বলেন, তিনি বাঁশের তৈরি পাখা, ঝুড়ি ও অন্যান্য গৃহস্থালি সামগ্রী তৈরি করে বিক্রি করেন। কিন্তু একটি বাঁশ কিনতেই এখন ৪০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মুক্তিখলা গ্রামের আব্দুল হাই বলেন, ছোটবেলায় কৃষিকাজে বাঁশের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যাপক ব্যবহার দেখেছেন। তখন বিশ্বম্ভরপুর বাজারে কৃষিপণ্যের কেনাবেচাও বেশি হতো। সময়ের সঙ্গে এসব পণ্যের ব্যবহার ও চাহিদা কমে গেছে। বর্তমানে বাজারে বাঁশের তৈরি কুলা ২০০ টাকা, চালুনি ১০০ টাকা, দাঁড়িপাল্লা ১৫০ টাকা, ধান রাখার টাইল ৮০০ টাকা এবং টুকরি ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। বিশ্বম্ভরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহ আলম বলেন, পরিবেশবান্ধব এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প টিকিয়ে রাখতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে জনসচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা বাঁশ চাষে প্রণোদনা, বাজার সম্প্রসারণ এবং বাঁশজাত পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নিলে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প হারিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা। সুনামগঞ্জ জেলা রেঞ্জ বন কর্মকর্তা মো. রিয়াজ উদ্দিন বলেন, জেলায় সরকারি কোনো বাঁশবাগান নেই। তবে বিভিন্ন এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন অনেক বাঁশবাগান রয়েছে। প্রশাসনিকভাবে এসব বাগানের মালিকদের সচেতন করা গেলে বাঁশের বাগান সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

কৃষকের ক্যানসার ঝুঁকি

নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন রক্ষা করা। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ভুল মাত্রায়, ভুল সময়ে এবং যথাযথ সুরক্ষা ছাড়া প্রয়োগ করলে এই উপকারী উপকরণই কৃষকের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কীটনাশকের বিষাক্ত উপাদান শ্বাসপ্রশ্বাস, ত্বক এবং কখনো মুখের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এর ফলে মাথাব্যথা, বমি, মাথা ঘোরা, চোখ ও ত্বকে জ্বালাপোড়া, শ্বাসকষ্টসহ তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। দীর্ঘদিন নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিকের সংস্পর্শে থাকলে স্নায়ুতন্ত্র, প্রজননস্বাস্থ্য, হরমোন ব্যবস্থা এবং ক্যানসারের ঝুঁকির সঙ্গেও সম্পর্ক থাকতে পারে। তবে সব কীটনাশক সমানভাবে ক্ষতিকর নয় এবং সব ধরনের ক্যানসারের জন্য কীটনাশককে দায়ী করাও বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, কিছু কীটনাশক মানুষের জন্য ক্যানসারসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। তাই কোন রাসায়নিক কতটা বিপজ্জনক, কী মাত্রায় এবং কত সময়ের সংস্পর্শে ঝুঁকি তৈরি হয়, এসব বিষয় বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা জরুরি।

সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের অভাব : বাংলাদেশের কৃষিতে কীটনাশক ব্যবহারের অন্যতম বড় সমস্যা হলো নিরাপদ প্রয়োগ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি। অনেক কৃষক পণ্যের লেবেল না পড়ে, প্রয়োজনীয় মাত্রা না জেনে কিংবা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ ছাড়াই বালাইনাশক ব্যবহার করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কীটনাশক ডিলারের পরামর্শই হয়ে ওঠে প্রয়োগের প্রধান নির্দেশনা। ২০২৬ সালে প্রকাশিত নওগাঁ জেলার ৩৩৬ জন কৃষকের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় কীটনাশক ব্যবহারে অনিরাপদ আচরণ, সুপারিশকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি এবং তাৎক্ষণিক বিষক্রিয়ার অভিযোগের বিষয়টি উঠে এসেছে। অন্যদিকে ২০২৫ সালের মৌসুমে টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জের ৬০০ কৃষকের ওপর পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র ১৯ শতাংশ কৃষক নিয়মিত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করেন। গবেষণায় অতিরিক্ত কীটনাশক প্রয়োগ এবং ফসল সংগ্রহের আগে নির্ধারিত অপেক্ষার সময় না মানার প্রবণতাও চিহ্নিত হয়েছে। এ ধরনের গবেষণা প্রমাণ করে, সমস্যা শুধু কৃষকের ব্যক্তিগত অসচেতনতার নয়; এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ, পরামর্শব্যবস্থা, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতাও জড়িত।

ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দুজন করে ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বুলেটিনে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ৬৭৪ জন ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৯৫৪ জনে এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৮৬৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগে ৭৪৪ জন। এছাড়া চট্টগ্রামে ২৫৫ জন, খুলনায় ২২৭ জন, বরিশালে ১৪৫ জন, রাজশাহীতে ১৪৬ জন, ময়মনসিংহে ৯৩ জন এবং রংপুরে ৬৪ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

দেশের প্রথম 'ছানিমুক্ত' জেলা

গেছে সিরাজগঞ্জে প্রায় ৩৩ হাজার মানুষ দৃষ্টিহীন। এর মধ্যে ২৬ হাজার মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছানি অপারেশনের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ লক্ষ্য পূরণে আগামী দুই বছর প্রতি মাসে ২ হাজারের বেশি অপারেশন সম্পন্ন করা হবে। তিনি জানান, এ কর্মসূচির আওতায় জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে চক্ষু শিবিরের মাধ্যমে ৫ থেকে ৬ লাখ মানুষের চোখ পরীক্ষা করা হবে। একইসঙ্গে ৩ থেকে ৪ লাখ মানুষকে বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় চশমা দেওয়া হবে। ড. মুহিত জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে এ বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৮ সালের ২০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাকে একটি ছানিমুক্ত সিরাজগঞ্জ জেলা উপহার দেওয়াই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা মানুষের ঘরে-ঘরে চোখের লেন্স ও চিকিৎসা সেবা নিয়ে যাচ্ছি, আর ফ্যাসিবাদী শক্তি দা-কুড়াল নিয়ে আক্রমণ করতে ও নিজেরাই নিজেদের ঘরবাড়ি-দোকানপাট ভাঙচুর করতে যাচ্ছে। এটিই নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ও অনির্বাচিত শক্তির মধ্যকার মূল তফাৎ। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকারের আমলে এ খাতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসকদের উপস্থিতি ও জরুরি ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী 'প্রফেসর এম এ মতিন মেমোরিয়াল চক্ষু হাসপাতাল'। এতে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সহযোগিতা করছে। উদ্বোধনী দিনেই ক্যাম্পে প্রায় দেড় হাজার মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। প্রফেসর এম এ মতিন মেমোরিয়াল বিএনএসবি বেজ আই হসপিটাল'র সাধারণ সম্পাদক মো. আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম, পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম সানতু, সিরাজগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সাইদুর রহমান বাচ্চু, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডা. মেহবুব উল কাদির, জেলার সিভিল সার্জন মো. নুরুল আমিন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সাইটসেভার্সের কান্ট্রি ডিরেক্টর অমৃতা রেজিনা রোজারিও, আন্তর্জাতিক চক্ষু স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন সংস্থা দি ফ্রেড হলোস ফাউন্ডেশনের ক্লাস্টার ডিরেক্টর মোছাব্বির আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সহিংসতা উস্কাচ্ছে সামাজিক

মহলের ভাষ্য, একাধিক পক্ষ পরিকল্পিতভাবে কৃত্রিম 'বট বাহিনী' ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিরোধ মেটাতেও সামাজিক মাধ্যমকে অস্ত্র করা হচ্ছে। পূর্বশত্রুতার জেরে এবং প্রতিশোধ নিতে অনেকেই প্রতিপক্ষকে 'আওয়ামী লীগের সমর্থক' বা 'মদদপুষ্ট' বলে ট্যাগিং করছেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নিরপরাধ অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও শিকার হচ্ছেন হয়রানি ও মব সহিংসতার।

শেখ হাসিনার ফেরা নিয়ে কুতথ্য : রাজনৈতিক অস্থিরতার এই সময়ে সামাজিক মাধ্যমে আরেকটি বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরা। ভারত থেকে তার বাংলাদেশে ফিরে আসার যে কথা আলোচনা হচ্ছে– এ বিষয়ে ফেসবুক, ইউটিউব ও টিকটকে নানা ধরনের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও কুতথ্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। পুরনো ভিডিও, ভুয়া অডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ছবি ব্যবহার করে জনমনে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষণ : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নুরুল হুদা সাকিব বলেন, 'রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক উত্তেজনা তৈরির পেছনে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের ভূমিকা থাকতে পারে। এসব গোষ্ঠী অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক বা অন্যান্য স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করে। সামাজিক মাধ্যমে বট অ্যাকাউন্ট, ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ছবি ও লেখার ব্যবহার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে। উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে সরকারের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এখনও প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সক্ষমতা পুরোপুরি সুসংহত করার পর্যায়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি পূর্ববর্তী সময়ের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও নানা ঘটনার কারণে পুলিশের মনোবল, পেশাদারত্ব এবং জনআস্থা পুনর্গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। তাই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে সময়ের পাশাপাশি সুস্পষ্ট নীতিগত দিকনির্দেশনা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি জরুরি। রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও মতামতকে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন রয়েছে এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তিকে দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে রাখলে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের সংকট তৈরি হতে পারে। তবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রশ্নে জবাবদিহি, আইনের শাসন এবং জুলাই-পরবর্তী জনগণের ন্যায়বিচারের প্রত্যাশাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। একইভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগনির্ভর প্রতিক্রিয়া বা পারস্পরিক বিদ্বেষের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থ, পারস্পরিক মর্যাদা এবং কৌশলগত ভারসাম্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক পরিচালনা করা বাংলাদেশের জন্য অধিকতর কার্যকর। পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে এই রাষ্ট্রচিন্তক বলেন, 'সামাজিক মাধ্যম, এআই এবং ভুয়া তথ্যের বিস্তার এখন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যা পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সরকারকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্য বট অ্যাকাউন্ট ও সমন্বিত অপতথ্য প্রচারণা শনাক্তে বিশেষায়িত মনিটরিং সেল গঠন, স্বাধীন তথ্য যাচাইব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং নাগরিকদের মধ্যে মিডিয়া ও ডিজিটাল লিটারেসি বাড়ানো প্রয়োজন। পাশাপাশি বিদ্যমান সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত আইনগুলো স্বচ্ছতা, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া এবং মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রয়োগ করতে হবে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না হয় কিংবা অতীতের মতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আইনের অপব্যবহার না ঘটে, সেটিও নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে হবে।'

অনলাইনে ঘৃণার প্রকৃতি ও প্রভাব বিষয়ক ভারতের দিল্লি ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের পিএইচডি গবেষক সিয়াম সারোয়ার জামিল বলেন, সামাজিক মাধ্যমের অপব্যবহার রোধে শুধু নিয়ন্ত্রণের পথে হাঁটলে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান আসবে না। সবার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরানো এবং সব দলের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা। কোনো এলাকায় রাজনৈতিক সংঘাত বা পোশাক কারখানায় অসন্তোষ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে দ্রুত, স্বচ্ছ ও নির্ভুল তথ্য প্রকাশ করতে হবে, যাতে গুজব ছড়ানোর সুযোগ না থাকে।সামাজিক মাধ্যম কীভাবে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উসকে দেয়, তার একাধিক নজির বিশ্বজুড়ে রয়েছে। ২০১৭ সালে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় ফেসবুকের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা বড় ভূমিকা রেখেছিল বলে জাতিসংঘের তদন্ত মিশনের প্রতিবেদনে উঠে আসে।

আশুলিয়ায় শ্রমিকদের কর্মবিরতি

চলছিল। তবে আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকায় হা-মীম ও শারমিন গ্রুপের কারখানায় শ্রমিকেরা কর্মবিরতি পালন করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানায় কাজ শুরুর সময় সকাল আটটার পরিবর্তে সকাল সাতটা নির্ধারণের প্রতিবাদে তারা কার্ড পাঞ্চ করে কারখানায় প্রবেশ করলেও কাজে যোগ দেননি। পরে তাদের কর্মবিরতির মুখে কারখানা কর্তৃপক্ষ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। একই সঙ্গে আজ থেকে সকাল আটটা থেকেই কারখানার কার্যক্রম শুরু হবে বলে শ্রমিকদের জানানো হয়। এ ছাড়া আশুলিয়ার বিভিন্ন এলাকার আরও কয়েকটি কারখানায় শ্রমিকেরা কাজে যোগ না দিয়ে কর্মবিরতি পালন করেন। পরে সেসব কারখানাও দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর এসপি মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূইয়া বলেন, কাঠগড়া এলাকায় কিছু উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক সচল কারখানাগুলোর সামনে গিয়ে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছিল। কাঁদানে গ্যাসের শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে শনিবার সকালে অন্তত ৫০টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় বন্ধ রয়েছে ১১টি কারখানা। নোটিশের মাধ্যমে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে আরও দুটি কারখানায়। গতকাল বেলা একটার দিকে শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১-এর এসপি মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূইয়া এক ক্ষুদে বার্তায় এসব তথ্য জানান। তবে শ্রমিকদের আন্দোলন ও পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটলেও শিল্পাঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত রয়েছে। অধিকাংশ কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে।

নাশকতা ঠেকাতে গ্রাম পুলিশকে

পেলে প্রয়োজনে ওয়ার্ড থেকে ফোনের মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে একত্রিত হয়ে তা প্রতিহত করবেন এবং তাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেবেন। সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আপনারা অতন্দ্র প্রহরী এবং মূল চালিকাশক্তি। নান্দাইলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গ্রাম পুলিশের গুরুত্ব তুলে ধরে ইয়াসের খান চৌধুরী বলেন, 'নান্দাইল থানার ১৩টি ইউনিয়নে পুলিশ সদস্য আছেন ৬০ থেকে ৬৫ জন, কিন্তু আপনারা সংখ্যায় ১৩০ জন। আপনারা এলাকার সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবেন, তবে মাদককারবারি ও জুয়াড়িদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। যে মাদক কারবারি বা সেবনকারী পরিবার ও সমাজ ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে থাকা যাবে না। তারা জেলে থাকুক, এলাকাবাসী শান্তিতে থাকুক।' বিগত সরকারের সমালোচনা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'তারা সমাজে মাদক ও জুয়ার যে ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে গেছে, এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আপনারাই কেবল তা নির্মূল করতে পারবেন।

গণভোটের রায় মানলে ফ্যাসিবাদ

এবং দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতার' প্রতিবাদে ডাকা জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিলে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি অভিযোগ করেন, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায় রয়েছে। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি দেশে আসার ঘোষণা দিয়েছেন, নেতারা নানা ঘোষণা দিচ্ছেন, এরই অংশ হিসেবে গোপালগঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত, গণহত্যা চালিয়েছে। তারা ইসলামী দলকে জঙ্গিবাদ বলে, কিন্তু গোপালগঞ্জে যা করেছে সেটাই আসল জঙ্গিবাদ।

বিনা টিকিটের যাত্রী ঠেকাতে

দপ্তরগুলোকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দুর্ঘটনার প্রতিবেদন জমা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় তদন্তের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনাও রয়েছে। রেললাইনের পাশে অবৈধ স্থাপনা ও দখল উচ্ছেদের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। রেলওয়ের জমির অবৈধ দখল রোধ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শতভাগ দেশীয় পণ্য নিয়ে আজ

৯৯ শতাংশ। শিল্প খাতের মোট জনবলের প্রায় ৮৫ শতাংশ এ খাতে কর্মরত। এ খাতে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। তিনি বলেন, এ খাতের উদ্যোক্তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ ঢাকার বাইরে এবং ৬৫ শতাংশ নারী। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সিএমএসএমই খাতের অবদান প্রায় ৩০ শতাংশ। মন্ত্রী জানান, এবারের মেলায় সারা দেশ থেকে ৪৫০টির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নেবে। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত। পাদুকা, চামড়াজাত ও পাটজাত পণ্য, হস্তশিল্প, ফ্যাশন ডিজাইন, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভেষজ পণ্য, গহনা এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তারা মেলায় অংশ নেবেন। এ ছাড়া সরকারের অগ্রাধিকারম

সম্পাদকীয়

মানসিক স্বাস্থ্যের অবহেলা কাম্য নয়

মানসিক অসুস্থতাকে চিকিৎসাযোগ্য সমস্যা হিসেবে মানতে অনীহা, সামাজিক লজ্জা, বিশেষজ্ঞের স্বল্পতা ও সেবার সীমিত সুযোগ–সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বাইরে থাকছেন। হাসপাতালে জনবল ও যন্ত্রপাতির ঘাটতির পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও মানসিক স্বাস্থ্যসুরক্ষার ব্যবস্থাও দুর্বল। সচেতনতার অভাবের সঙ্গে যুক্ত এই প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি রোগী ও পরিবারের দুর্ভোগ দীর্ঘায়িত করছে। দেশে মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়লেও অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক চিত্র এখনও অজানাই থেকে যাচ্ছে। দেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রথম জরিপ হয়েছিল ২০০৩-২০০৫ সালে। ওই জরিপে বলা হয়, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মানসিক রোগের হার প্রায় ১৬ শতাংশ। এর ১৫ বছর পর দ্বিতীয় জরিপ হয়, সেখানে বলা হয়, প্রাপ্তবয়স্কদের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শিশুদের ১২ দশমিক ৬ শতাংশের মধ্যে নির্ণয়যোগ্য মানসিক রোগ আছে। এরপর আর কোনো সমীক্ষা করা হয়নি। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৮-১৯-এর চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্কদের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ এবং শিশু-কিশোরদের ১২ দশমিক ৬ শতাংশের নির্ণয়যোগ্য মানসিক রোগ ছিল। আক্রান্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং শিশুদের ৯৪ দশমিক ৫ শতাংশ চিকিৎসা নেননি। এক গবেষণায় বলা হয়, ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে মানসিক রোগ সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা গেছে। রোগ নিয়ে শঙ্কা, চিকিৎসার অনিশ্চয়তা এবং আর্থিক চাপের কারণে রোগীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রায় ৮৮ শতাংশ ক্যান্সার রোগী মানসিক রোগে ভুগছেন। হতাশার দিক হলো, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়। বাকিদের অনেক সময় ঘুমের ওষুধ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করা হয়। অথচ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ঘুমের ওষুধ মূল চিকিৎসা নয়। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বজুড়েই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িকী দ্য ল্যানসেটে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বিশ্বে প্রায় ১২০ কোটি মানুষ বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ছিল। ১৯৯০ সালের তুলনায় এই সংখ্যা বেড়েছে ৯৫.৫ শতাংশ। দেশের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো সময়োপযোগী করা অপরিহার্য। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। মানুষের জীবনযাপনের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে পারিবারিক পর্যায়েও মানসিক চাপে থাকে বেশির ভাগ মানুষ। কাজেই এই সময়ে মানসিক স্বাস্থ্যে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যথার্থই বলেছেন, 'দৃশ্যত স্বাস্থ্যবান অথবা নীরোগ থাকাটাই স্বাস্থ্য নয়, বরং শারীরিক, মানসিক, আত্মিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকার নামই স্বাস্থ্য। সুতরাং কোনোভাবেই মানসিক স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

> দেশে মানসিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়লেও অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক চিত্র এখনও অজানাই থেকে যাচ্ছে। দেশে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রথম জরিপ হয়েছিল ২০০৩-২০০৫ সালে।

নারীর নিরাপত্তা কি এখনও অধরা স্বপ্ন?

সকালে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে একজন মা কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একজন নারী কি নিরাপদ বোধ করেন? আর যে নারী নিজের ঘরেই নির্যাতনের শিকার হন, তিনি কোথায় যাবেন, কার কাছে বিচার চাইবেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি নিশ্চিতভাবে হ্যাঁ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, নারীর নিরাপত্তা এখনও আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমার মনে হয়,নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এর জন্য শুধু আইন করলেই হবে না, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও জরুরি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কিছু তথ্যের দিকে তাকালেই সমস্যার গভীরতা বোঝা যায়। অনেকে মনে করেন, নারীর সবচেয়ে বড় নিরাপত্তাহীনতা ঘরের বাইরে। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) ২০২৪ সালের নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ২৭ হাজার ৪৭৬ জন নারীর সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি এই জরিপে দেখা গেছে, জাতিসংঘের নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী ৭০ শতাংশ নারী জীবনে অন্তত একবার স্বামী বা সঙ্গীর হাতে কোনো না কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত আরও কিছু আচরণ হিসাবের মধ্যে ধরলে এই হার দাঁড়ায় ৭৬ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রতি চারজন নারীর প্রায় তিনজনই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর সহিংসতার শিকার হয়েছেন। তবে কিছু অগ্রগতিও আছে। জরিপে দেখা গেছে, গত এক বছরে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে সহিংসতার শিকার নারীর হার ২০১৫ সালের ৫৫ শতাংশ থেকে ২০২৪ সালে ৪১ শতাংশে নেমে এসেছে, জাতিসংঘের নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী। এই পরিবর্তন অবশ্যই ইতিবাচক। কিন্তু সমস্যাটি যে এখনো কতটা বিস্তৃত, সেটিও আমাদের মনে রাখতে হবে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, নির্যাতনের শিকার নারীদের বড় একটি অংশ কাউকে কিছু জানান না। জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৬২ শতাংশ ভুক্তভোগী তাঁদের নির্যাতনের কথা কাউকে বলেননি। জাতীয় হেল্পলাইন ১০৯ সম্পর্কে জানেন মাত্র ১২ শতাংশ নারী। অর্থাৎ, সহিংসতার শিকার হয়েও অনেক নারী নীরব থাকেন। ভয়, সামাজিক চাপ, পরিবারের সম্মান রক্ষার চিন্তা কিংবা বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা তাঁদের মুখ বন্ধ করে রাখে। ঘরের বাইরের নিরাপত্তার চিত্রও স্বস্তিদায়ক নয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ৭৮৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫১৬। অর্থাৎ, এক বছরে প্রায় ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্যেও ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। তাদের হিসাবে, ২০২৫ সালে ৭৪৯টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশ সদর দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ধর্ষণের অভিযোগে ৭ হাজার ৬৮টি মামলা হয়েছে, যেখানে ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৫৬৬।

এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ পুলিশ মামলা নথিভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ করে, আর মানবাধিকার সংগঠনগুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর ও নিজস্ব সূত্রের মাধ্যমে ঘটনা সংগ্রহ করে। তাই এগুলোকে সরাসরি তুলনা করা ঠিক হবে না। তবে সব তথ্যই আমাদের সামনে একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা তুলে ধরে। শিশুদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। মহিলা পরিষদের হিসাবে, ২০২৫ সালে ধর্ষণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ৭৮৬ জনের মধ্যে ৫৪৩ জনই শিশু। আসকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম চার মাসে ১২ বছরের কম বয়সী ৫৬টি মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৬ জনের বয়স ছয় বছরেরও কম। এসব ঘটনা শুধু অপরাধের পরিসংখ্যান নয়; প্রতিটি ঘটনার পেছনে রয়েছে একটি শিশুর জীবন, একটি পরিবারের কষ্ট এবং দীর্ঘদিনের মানসিক ক্ষত। প্রশ্ন হলো, এত আইন ও শাস্তির বিধান থাকার পরও পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে না কেন? নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্যও আইনে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। সুপ্রিম কোর্ট ও ব্র্যাকের যৌথ গবেষণায় ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৩২টি জেলার ৪৬টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ৪ হাজার ৪০টি মামলা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এসব মামলার মাত্র ৩ শতাংশে আসামির সাজা হয়েছে। প্রায় ৭০ শতাংশ মামলায় আসামিরা খালাস পেয়েছেন। একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে গড়ে ১ হাজার ৩৭০ দিন, অর্থাৎ প্রায় তিন বছর আট মাস সময় লেগেছে। ১৫টি জেলায় কোনো মামলাতেই সাজা হয়নি।

এদিকে, ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের ৯৯টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ১ লাখ ৩২ হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন ছিল। এর মধ্যে ৩০ হাজারের বেশি মামলা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঝুলে আছে। অর্থাৎ, বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা এখন একটি বড় সমস্যা। একবার ভুক্তভোগীর অবস্থান থেকে বিষয়টি ভাবুন। একজন নারী নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর থানায় গেলেন। সেখানে অভিযোগ গ্রহণে অনীহা দেখা গেল। অনেক কষ্টে মামলা হলেও তদন্ত শেষ হতে দেরি হলো। এর মধ্যে আসামি বা তার স্বজনদের কাছ থেকে হুমকি এলো। সামাজিকভাবে তাঁকেই নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হলো। আদালতে একের পর এক হাজিরা দিতে হলো। বছরের পর বছর অপেক্ষার পর যদি ন্যায়বিচার না পান, তাহলে তাঁর মানসিক অবস্থা কী হতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে অনেক ভুক্তভোগী যে আপস করতে বাধ্য হন বা মামলা চালিয়ে যাওয়ার সাহস হারান, তা বোঝা কঠিন নয়। তাই আমার মনে হয়, শুধু কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। আইনেই কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিচারপ্রক্রিয়াকে কার্যকর করা এবং অপরাধের বিচার নিশ্চিত করা। প্রথমেই আদালতের ওপর মামলার চাপ কমাতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিচারক, সরকারি কৌঁসুলি ও আদালতের জনবল বাড়াতে হবে। তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা বন্ধ করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণে পুলিশের অনীহা বা অবহেলার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। মেডিক্যাল পরীক্ষা, ডিএনএ পরীক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আলামত সংগ্রহের কাজ দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে সম্পন্ন করতে হবে। একই সঙ্গে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ সাক্ষী ভয় পেয়ে সরে গেলে কিংবা ভুক্তভোগী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে বিচারপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। এর পাশাপাশি নির্যাতনের শিকার নারীদের জন্য বিনা খরচে আইনি সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা সহজলভ্য করতে হবে। জাতীয় হেল্পলাইন ১০৯ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার চালানো প্রয়োজন। শুধু একটি নম্বর চালু রাখলেই হবে না; মানুষকে জানতে হবে কোথায় ফোন করতে হবে এবং ফোন করলে কী ধরনের সহায়তা পাওয়া যাবে। তবে সমস্যার সমাধান শুধু আইন ও বিচারব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক পরিবেশেও পরিবর্তন আনতে হবে। ছেলেশিশুকে ছোটবেলা থেকেই নারীর প্রতি সম্মান, ব্যক্তিগত সীমারেখা এবং সম্মতির গুরুত্ব শেখাতে হবে। মেয়েদের পোশাক, চলাফেরা বা বাইরে যাওয়ার সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। নির্যাতনের দায় কখনো ভুক্তভোগীর নয়; দায় অপরাধীর। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি থেকেই যায়ড় নারীর নিরাপত্তা কি আমাদের কাছে এখনো অধরা স্বপ্ন? বাস্তবতা বলছে, এখনো অনেক নারী নিজের ঘরে, কর্মস্থলে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা রাস্তায় নিরাপদ নন। বিচার পেতে তাঁদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তন অসম্ভব নয়। সাম্প্রতিক জরিপে সহিংসতার কিছু সূচকে উন্নতির যে চিত্র পাওয়া গেছে, তা আমাদের আশাবাদী হওয়ার সুযোগ দেয়। তবে আশাবাদী হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে। একজন নারী যেন রাতে বাড়ি ফেরার সময় ভয় না পান, একজন মা যেন সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে দুশ্চিন্তায় না থাকেন এবং নির্যাতনের শিকার কোনো নারী যেন বিচার চাইতে গিয়ে নতুন করে হয়রানির শিকার না হনড়এটুকু নিশ্চিত করাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। নারীর নিরাপত্তা কোনো বিশেষ সুযোগ নয়; এটি তাঁর মৌলিক অধিকার।

> সকালে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়ে একজন মা কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন? রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একজন নারী কি নিরাপদ বোধ করেন? আর যে নারী নিজের ঘরেই নির্যাতনের শিকার হন, তিনি কোথায় যাবেন, কার কাছে বিচার চাইবেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি নিশ্চিতভাবে হ্যাঁ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে, নারীর নিরাপত্তা এখনও আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমার মনে হয়,নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এর জন্য শুধু আইন করলেই হবে না, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও জরুরি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কিছু তথ্যের দিকে তাকালেই সমস্যার গভীরতা বোঝা যায়।



গাড়ির ট্যাঙ্কে তেল কম রেখেই চালাচ্ছেন? নষ্ট হতে পারে ফুয়েল পাম্প

তথ্য প্রযুক্তি ডেস্ক :

গাড়ি চালানোর সময় অনেকেই জ্বালানি শেষের দিকে না পৌঁছানো পর্যন্ত পেট্রোল বা ডিজেল ভরাতে চান না। কেউ খরচ বাঁচাতে, আবার কেউ সময়ের অভাবে ট্যাঙ্কে অল্প জ্বালানি রেখেই দিনের পর দিন গাড়ি চালান। কিন্তু এই অভ্যাস অজান্তেই গাড়ির গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের ক্ষতি করতে পারে। বিশেষ করে প্রভাব পড়তে পারে ফুয়েল পাম্পে। দীর্ঘদিন ধরে ট্যাঙ্কে খুব কম জ্বালানি নিয়ে গাড়ি চালালে পাম্প অতিরিক্ত গরম হওয়া, ক্ষয় এবং কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ফুয়েল পাম্প কেন গুরুত্বপূর্ণ?

গাড়ির ইঞ্জিন সচল রাখতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। এই কাজটিই করে ফুয়েল পাম্প। সাধারণত আধুনিক গাড়িতে এই যন্ত্রাংশটি জ্বালানির ট্যাঙ্কের ভেতরেই বসানো থাকে। ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় চাপে ইঞ্জিনে পৌঁছে দেয় এটি। তাই ফুয়েল পাম্পে সমস্যা দেখা দিলে গাড়ির ইঞ্জিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হতে পারে। অথচ প্রতিদিনের একটি সাধারণ অভ্যাসের কারণেই এই গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশের আয়ু কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কম জ্বালানিতে গাড়ি চালালে কী কী ক্ষতি হতে পারে?

১. অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে পাম্প

ফুয়েল পাম্পের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ট্যাঙ্কের জ্বালানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ট্যাঙ্কে পর্যাপ্ত জ্বালানি থাকলে তা পাম্পকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ খুব কম জ্বালানি নিয়ে গাড়ি চালালে পাম্পের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বারবার এমন হলে পাম্পের কার্যক্ষমতা কমতে পারে এবং একসময় সেটি নষ্টও হয়ে যেতে পারে।

২. যন্ত্রাংশের ক্ষয় বাড়তে পারে

ট্যাঙ্কে জ্বালানি খুব কম থাকলে পাম্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে। দীর্ঘদিন এমন পরিস্থিতিতে গাড়ি চালালে পাম্পের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে পারে। এর ফলে যন্ত্রাংশের ক্ষয় দ্রুত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।

৩. ময়লা জমে সমস্যা তৈরি করতে পারে

দীর্ঘদিন ট্যাঙ্কের জ্বালানি একেবারে নিচের স্তরে নামিয়ে গাড়ি চালালে ট্যাঙ্কের তলায় জমে থাকা ময়লা ও আবর্জনা জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পৌঁছানোর ঝুঁকি থাকে। এসব কণা ফুয়েল ফিল্টার বা পাম্পের কাজে বাধা তৈরি করতে পারে। এর প্রভাব পড়তে পারে ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতার উপরও।

কীভাবে বুঝবেন ফুয়েল পাম্পে সমস্যা হচ্ছে?

গাড়ির ফুয়েল পাম্পে ত্রুটি দেখা দিলে কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। সেগুলো আগে থেকে চিনে রাখতে পারলে বড়সড় সমস্যা হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব।

অস্বাভাবিক শব্দ:গাড়ির জ্বালানির ট্যাঙ্কের আশপাশ থেকে আগের তুলনায় বেশি বা অস্বাভাবিক শব্দ শোনা যেতে পারে।

গতি বাড়াতে সমস্যা: অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলেও গাড়ি প্রত্যাশিত গতি নাও পেতে পারে।

ইঞ্জিনের শক্তি কমে যাওয়া: গাড়িতে বেশি যাত্রী বা মালপত্র থাকলে ইঞ্জিনের ক্ষমতা কমে যাওয়ার মতো অনুভূতি হতে পারে।

ইঞ্জিন স্টার্ট নিতে দেরি: চাবি ঘোরানোর পর বা স্টার্ট বাটন চাপার পরও ইঞ্জিন চালু হতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে।

তবে এই লক্ষণগুলো শুধু ফুয়েল পাম্পের সমস্যার কারণেই হয় না। অন্য যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেও এমন হতে পারে। তাই সমস্যা দেখা দিলে দক্ষ মেকানিকের সাহায্যে পরীক্ষা করানো উচিত।

ফুয়েল পাম্প ভালো রাখতে কী করবেন?

ফুয়েল পাম্প একবার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলে সাধারণত সেটি মেরামতের পরিবর্তে বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে। তাই আগে থেকেই কিছু সতর্কতা মেনে চলা ভালো।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গাড়ির ট্যাঙ্কে জ্বালানি একেবারে শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করা। ফুয়েল গেজে জ্বালানির পরিমাণ এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি নেমে এলে তেল ভরে নেওয়া ভালো। এতে পাম্পের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি থাকে এবং হঠাৎ রাস্তায় তেল শেষ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও কমে। মনে রাখবেন, গাড়ির নিয়মিত যত্ন শুধু ইঞ্জিন বা টায়ারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ফুয়েল পাম্পের মতো গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ভালো রাখতে জ্বালানি ব্যবহারের অভ্যাসেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

বৈরী প্রতিবেশী, বিপন্ন সামাজিক নিরাপত্তা

আমরা এমন এক সমাজে বসবাস করছি, যেখানে বিপদে পড়লে প্রতিবেশীর দরজায় কড়া নাড়ার কথা, অথচ অনেক ক্ষেত্রে সেই দরজাটিই হয়ে উঠছে আতঙ্কের উৎস। একসময় আগুন লাগলে প্রতিবেশী ছুটে আসতেন, অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিতে এগিয়ে যেতেন, বাড়িতে কেউ না থাকলে ঘরের দিকে নজর রাখতেন, সন্তানকে চোখে চোখে রাখতেন।

পারিবারিক শোক, আনন্দ কিংবা সংকটে প্রতিবেশীরাই ছিলেন প্রথম সান্ত্বনা, প্রথম সহযোগী। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সেই সামাজিক সম্পর্কের জায়গায় ক্রমশ বিস্তার ঘটছে সন্দেহ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা ও বৈরিতার। কোথাও জমি নিয়ে বিরোধ, কোথাও বাড়ির সীমানা নিয়ে শত্রুতা, কোথাও রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে সম্পর্কচ্ছেদ, আবার কোথাও আর্থিক সচ্ছলতা কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করায় প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষ। এমনকি ব্যক্তিগত সাফল্যকে অভিনন্দন জানানোর পরিবর্তে তা কীভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করা যায়, সেই মানসিকতাও সমাজের বিভিন্ন স্তরে লক্ষ করা যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা বলতে আমরা সাধারণত আইনশৃঙ্খলা, পুলিশি সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় সহায়তা কিংবা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে বুঝি। কিন্তু নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনানুষ্ঠানিক স্তম্ভ হচ্ছে প্রতিবেশী। পরিবারের সদস্যরা সব সময় পাশে থাকতে পারেন না; পুলিশ প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি বাড়ির দরজায় পাহারা দিতে পারে না। সেই শূন্যস্থান পূরণ করেন কাছের মানুষ, পাশের বাড়ির বাসিন্দা এবং স্থানীয় সমাজ। ফলে প্রতিবেশী কেবল ভৌগোলিক নৈকট্যের পরিচয় নন, তিনি সামাজিক নিরাপত্তার দ্বিতীয় অভিভাবক। সেই অভিভাবক যখন বৈরী হয়ে ওঠেন, তখন মানুষের নিরাপত্তার সংকট শুধু বাড়ির সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে না, তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা সামাজিক ব্যবস্থায়।

বাংলাদেশের বর্তমান জটিল রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতায় বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক বিভাজন, দলীয় আনুগত্যের প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচার, ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাত এবং পারস্পরিক আস্থার অবক্ষয় অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলছে।

একই মহল্লায় বসবাস করেও মানুষ একে অন্যকে সন্দেহ করছে। কারও রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্মীয় মত, পেশাগত সাফল্য কিংবা সামাজিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে দূরত্ব। কোথাও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্রতিবেশীকে কোণঠাসা করার চেষ্টা, কোথাও স্থানীয় ক্ষমতাবানদের আশ্রয়ে জমি দখল কিংবা ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ, আবার কোথাও ব্যক্তিগত বিরোধকে রাজনৈতিক রং দিয়ে প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার প্রবণতা দেখা যায়।

প্রতিবেশী বৈরিতার অন্যতম কারণ হলো মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান স্বার্থকেন্দ্রিকতা। আধুনিক জীবনে ব্যক্তিগত অর্জন, সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি, চাকরি কিংবা সামাজিক মর্যাদাকে সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ অন্যের উন্নতিকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে কেউ কেউ সেটিকে নিজের ব্যর্থতার সঙ্গে তুলনা করেন। ফলে জন্ম নেয় ঈর্ষা, প্রতিহিংসা ও গোপন প্রতিযোগিতা।

এ সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জমি ও সম্পত্তিকেন্দ্রিক বিরোধ। বাংলাদেশের জনঘনত্ব, নগরায়ণ এবং জমির ক্রমবর্ধমান মূল্য অনেক এলাকায় প্রতিবেশী সম্পর্ককে আরও স্পর্শকাতর করে তুলেছে। সীমানাপ্রাচীর, চলাচলের পথ, পানি নিষ্কাশন, গাছের ডাল, ছাদের পানি, গাড়ি রাখার জায়গা কিংবা বাড়ির সম্প্রসারণ নিয়ে বিরোধ কখনো দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতায় রূপ নেয়। ছোট একটি বিরোধের সমাধান আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব হলেও অহংবোধ, প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা এবং আপস করতে অনীহার কারণে তা মামলা, হামলা কিংবা সংঘর্ষ পর্যন্ত গড়াতে পারে।

আমাদের দেশে ভয়ংকর রকমের রাজনৈতিক মেরুকরণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। একই বাড়ির পাশের মানুষ ভিন্ন দল সমর্থন করেন বলে তাঁকে অবিশ্বাস করা, তাঁর বিপদে সাহায্য না করা কিংবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা কোনো সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিচয় নয়। নির্বাচনের সময় কিংবা রাজনৈতিক উত্তেজনার মুহূর্তে স্থানীয় বিরোধকে দলীয় পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করলে সংঘাতের ঝুঁকি বাড়ে।

সামাজিক নিরাপত্তার দ্বিতীয় অভিভাবক প্রতিবেশী যখন বৈরী হন, তখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় শুধু দুটি পরিবারের সম্পর্ক, দুর্বল হয়ে পড়ে গোটা সমাজের নিরাপত্তাবলয়। তাই বৈরী প্রতিবেশীকে প্রতিহত করার পাশাপাশি বৈরিতা সৃষ্টির সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলোও দূর করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লাগলে সেটি শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিপর্যয় নয়; সেই আগুন ছড়িয়ে পড়লে গোটা মহল্লাই বিপন্ন হতে পারে। প্রতিবেশীকে প্রতিপক্ষ না ভেবে একজন প্রয়োজনীয় বন্ধু হিসেবে দেখার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলেই সামাজিক নিরাপত্তার এই দ্বিতীয় অভিভাবক আবার মানুষের ভরসার জায়গায় ফিরে আসবেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও প্রতিবেশী বৈরিতার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছে। একটি ছবি, সম্পাদিত ভিডিও, ভিত্তিহীন অভিযোগ কিংবা ব্যক্তিগত কথোপকথনের অংশবিশেষ প্রকাশ করে কাউকে সামাজিকভাবে হেয় করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইন বৈরিতা অনেক সময় বাস্তব জীবনের হুমকি, অপমান কিংবা সংঘর্ষে রূপ নেয়। প্রতিবেশী তখন আর কেবল পাশের বাড়ির বাসিন্দা নন; তিনি হয়ে ওঠেন ডিজিটাল নজরদারি, গুজব ও সামাজিক বিচারের সম্ভাব্য লক্ষ্য।

এ অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার এই দ্বিতীয় অভিভাবককে কীভাবে আবার আস্থার জায়গায় ফিরিয়ে আনা যায়? সমাধানের প্রথম শর্ত হচ্ছে প্রতিবেশী সম্পর্ককে কেবল ব্যক্তিগত সৌজন্যের বিষয় হিসেবে না দেখে সামাজিক নিরাপত্তার অবকাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা। রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থা শক্তিশালী হলেও সমাজে পারস্পরিক আস্থা না থাকলে মানুষের দৈনন্দিন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন। আবার প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলেই সব অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই সামাজিক সহযোগিতা, আইনের শাসন এবং নাগরিক দায়িত্বড়এই তিনটির সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রথমত, পরিবার থেকেই প্রতিবেশীর প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও সহযোগিতার শিক্ষা দিতে হবে। সন্তানদের শেখাতে হবে, অন্যের সাফল্যে ঈর্ষান্বি

ব্যবসায়ীদের ওপর কেন এতটা ক্ষুব্ধ হলেন নরেন্দ্র মোদি

কথা বললেন রাহুলের সুরে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

এত দিন ধরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ‘বেহাল’ ভারতীয় অর্থনীতির ছবি তুলে ধরছিলেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বলেছেন ভারত ‘অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের’ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য, গত বৃহস্পতিবার তারই প্রতিধ্বনি



শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে। দেশের শিল্পপতিদের কড়া ভাষায় সমালোচনা করে মোদি বলেন, ‘আপনাদের আমি ভরিয়ে দিয়েছি। ঝুড়ি ঝুড়ি সুবিধা দিয়েছি। কিন্তু আপনারা না বাড়িয়েছেন কর্মসংস্থান, না বাড়িয়েছেন কর্মীদের বেতন। কিছুই করেননি আপনারা। শুধু নিয়েই গেছেন।’ গত বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে বণিকসভা ‘ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’-এর (এফআইসিসিআই) শতবর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তীব্র কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘ক্ষমতায় এসে আমরা শিল্পবাণিজ্যের পরিবেশ সহজ করতে চেয়েছি। কোম্পানি কর ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২ শতাংশ করেছি। আজ কাউকে বছরে ১২ লাখ টাকা আয় পর্যন্ত কোনো কর দিতে হয় না। কিন্তু আপনারা কী করেছেন? নিজেদের শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়িয়েছেন? নিজেদের কর্মীদের বেতন বাড়িয়েছেন? কিছুই করেননি আপনারা।’

শিল্পপতিদের মানসিকতা ও চাহিদার কড়া সমালোচনা করে মোদি বলেন, ‘আপনাদের ভালো করে চিনি। আপনাদের চাহিদার শেষ নেই। যতই খান, আপনাদের পেট ভরে না। এভাবেই চলে আসছে। এভাবেই চলবে।’

ভারতীয় অর্থনীতির সমালোচনায় রাহুল গান্ধী বারবার মুখর হয়েছেন। দেশে ও বিদেশে। বারবার বলে আসছেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির ঢাক পেটানো সত্ত্বেও কর্মহীনতা বেড়ে চলেছে। বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না। দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় শিল্পপতি কুক্ষিগত করে নিচ্ছেন। সম্প্রতি নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও রাহুল দেশের অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের হাল নিয়ে এমনই সমালোচনা করেছেন। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘সহজ কথা হলো, ভারত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে বসে আছে। এটাই বাস্তব।’ রাহুল অনেক দিন ধরেই দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও কৃষির সর্বনাশের চিত্রটি তুলে ধরছেন। বলে আসছেন, কৃষি এবং এই দুই শিল্পই ভারতীয় অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। কর্মসংস্থানের মূল আয়োজক। দশকের পর দশক এই ক্ষেত্রগুলোই কর্মসংস্থান তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে। অথচ মোদি সরকার এই দুটি ক্ষেত্রকেই একেবারে শেষ করে দিয়েছে। এদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে গেছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও রাহুল ওই মন্তব্য করে বলেছিলেন, ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ ও ‘স্টার্টআপ ইন্ডিয়া’ কী করেছে কেউ জানে না। সরকার লাগাতার পরিষেবা ক্ষেত্রের সাফল্য প্রচার করে চলেছে। অথচ ওই ক্ষেত্রের মাধ্যমে বিপুল কর্মসংস্থান সম্ভব নয়। পরিষেবা ক্ষেত্র বড়জোর ৫ শতাংশ কাজ দিতে পারে। প্রয়োজন উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান। অথচ সেখানেই ব্যর্থতা।’ রাহুল বলেছিলেন, ‘দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ থমকে রয়েছে। সমৃদ্ধি স্রেফ হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পপতির। গোটা দেশ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করছে।’ রাহুলের ওই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই বিজেপি তাঁর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। বরাবর তারা যা করে এসেছে, এবারও তাই করেছে। বিদেশে গিয়ে ‘দেশের বদনাম’ করার অভিযোগ এনে বিজেপির মুখপাত্ররা বলেছেন, ‘রাহুল স্বভাবগত অপরাধী। নৈরাজ্যবাদী। বারবার তিনি এভাবেই দেশের বদনাম করেন। বিদেশে বসে দেশকে অসম্মান করেন। অপমান করেন। তিনি দেশবিরোধী প্রচারের নেতা।’ অথচ গতকাল দেশের শিল্পপতিদের সামনে বসিয়ে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ও যে ভাষায় তাঁদের ভর্ৎসনা করেছেন, তা অভূতপূর্বই শুধু নয়, তা যেন লোকসভার বিরোধী নেতার বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। শিল্পপতিদের মানসিকতার তীব্র সমালোচনা করে মোদি বলেন, ‘আপনারা ধরেই নিয়েছেন, যা কিছু তৈরি করবেন তা বিক্রি হয়ে যাবে। ১৪০ কোটি মানুষের বাজার। ভাবেন, যাই উৎপাদন করবেন, ঠিকই বিক্রি হয়ে যাবে। কেউ না কেউ তা কিনবেনই। বড় শহরে বিক্রি না হলে ছোট শহরে বিক্রি হবে। ছোট শহরে না হলে বড় মফস্সল শহরে বিক্রি হবে। সেখানে না হলে বড় গ্রামগঞ্জে হবে। এটা চলতে পারে না।’ মোদি আরও বলেন, ‘আপনাদের পণ্যের গুণমান বাড়াতেই হবে। আপনাদের কি মনে হয় না, দেশের প্রত্যেক মানুষ মানসম্পন্ন পণ্য কেনার অধিকারী?’ শিল্পপতিদের উদ্দেশে তীব্র কটাক্ষে মোদি বলেন, ‘আমার লজ্জা হয়। এই মানসিকতা বদলাতে হবে। দেশের মানুষের উন্নত মানের পণ্য কেনার অধিকার আছে।’ শিল্পপতিদের দোষারোপ করা সত্ত্বেও মোদি অবশ্য নিজের সরকারের সাফল্যের খতিয়ান দিয়েছেন। ‘ভঙ্গুর ৫’ অর্থনীতির তালিকা থেকে দেশ এগিয়ে এসেছে জানিয়ে তিনি বলেন, ৫০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে। যখন ‘গরিবি হটাও’ স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, তখন দেশের জনসংখ্যা ছিল ৫০ কোটি। কেন তখন দারিদ্র্য দূর হয়নি? মোদি বলেন, আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ বা তার বেশি হবে বলে পূর্বাভাস দিচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো। গত অক্টোবরে পণ্য রপ্তানি প্রায় ৫ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এক মাসে এটাই সর্বোচ্চ পণ্য রপ্তানি। প্রধানমন্ত্রী যে ভাষায় শিল্পপতিদের সমালোচনা করলেন, কার্যত তা রাহুল গান্ধীরই অভিযোগেরই মান্যতা দেওয়া। গত ১২ বছরে এমনটি দেখা যায়নি।



পরমাণু সংঘাত রুখতে ঐক্য তিন মোড়লের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বিশ্বের প্রধান তিন পরমাণু পরাশক্তি– যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার শীর্ষ নেতারা একই টেবিলে বসে রচনা করলেন আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক অভূতপূর্ব অধ্যায়। চীনের প্রযুক্তি নগরী শেনঝেনে আয়োজিত এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) সম্মেলনের সমাপনীতে বহুল কাঙ্ক্ষিত ত্রিপক্ষীয় বৈঠক শেষে এক যৌথ ‘শান্তি ঘোষণা’ জারি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

‘পরমাণু যুদ্ধে কখনোই জয়ী হওয়া সম্ভব নয় এবং এই যুদ্ধ কখনোই শুরু করা উচিত নয়’– এই মূল নীতির ওপর দাঁড়িয়ে পরমাণু অস্ত্রের ঝুঁকি কমানোর ব্যাপারা তারা একমত হয়েছেন। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সুষম সরবরাহ নিশ্চিত করা ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) এখতিয়ারবহির্ভূত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছেন এই তিন বিশ্বমোড়ল। এ বৈঠককে ‘ইতিহাস সৃষ্টি’ বলে অভিহিত করেছেন ট্রাম্প; অন্যদিকে শি একে ‘গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ’ এবং পুতিন একে বৈশ্বিক নিরাপত্তার ‘নতুন ভিত্তি’ বলে উল্লেখ করেছেন। খবর দ্য গার্ডিয়ান ও আল জাজিরার। ট্রাম্পের এই চীন সফর এবং শি-পুতিনের সঙ্গে অভাবনীয় এই ত্রিপক্ষীয় সাক্ষাৎ বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন ‘জি-৩’ জোটের জল্পনা উস্কে দিয়েছে। আগামী মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার মায়ামিতে অনুষ্ঠেয় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে পুতিনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ট্রাম্প। আইসিসির পরোয়ানা এড়িয়ে মার্কিন মাটিতে পুতিন শেষ পর্যন্ত যাবেন কি না, তা নিয়ে নানা সমীকরণ রয়েছে। তবে শেনঝেনের এই ঐক্য স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, আগামীর বৈশ্বিক অর্থনীতি ও নিরাপত্তার দিকনির্দেশনা এখন থেকে এই তিন মেরু থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে যাচ্ছে। শেনঝেনের ঐতিহাসিক এই বৈঠকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে পরমাণু সংঘাত প্রতিরোধ ও অস্ত্র কমানোর বিষয়টি।

আলোচনার পর রাশিয়ার বার্তা সংস্থা তাস ও চীনের সিনহুয়ায় প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়, বিশ্বশান্তি রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়া ও চীন নিয়মিত কৌশলগত সংলাপে যুক্ত থাকবে। বর্তমানে হাজারো পরমাণু অস্ত্রের মালিক যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া; অন্যদিকে চীনের হাতে রয়েছে ৬০০ পরমাণু অস্ত্র। বৈঠকের পর শি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘পরমাণু যুদ্ধ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করতে হবে এবং এই ধ্বংসাত্মক অস্ত্র পুরোপুরি নির্মূল করার লক্ষ্যে সব কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করা প্রয়োজন।’ ট্রাম্পও এই মতের সঙ্গে সায় দিয়ে বলেন, ‘আমরা তিন দেশ পরমাণু অস্ত্রের মজুদ কমানোর বিষয়ে আলোচনার জন্য এক অনন্য অবস্থানে রয়েছি। তবে পরমাণু অস্ত্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করা মোটেই সহজ কাজ নয়।’

তা সত্ত্বেও বিশ্বশান্তির স্বার্থে এ সুযোগ কাজে লাগানোর তাগিদ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

রাষ্ট্রপ্রধানদের সুরক্ষায় একাট্টা অবস্থান

যৌথ ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্পর্শকাতর দিক ছিল আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ও অনুরূপ বিচারিক সংস্থাগুলোর সমালোচনা। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন– কোনো দেশই রোম সনদের অধীনে আইসিসির পূর্ণাঙ্গ সদস্য নয়। যৌথ ঘোষণায় স্পষ্ট বলা হয়, আইসিসি ও সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনোভাবেই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না। সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্মতি ও রাষ্ট্রপ্রধানদের আইনি সুরক্ষার নীতিকে পুরোপুরি সম্মান জানানোর ওপর জোর দেন তিন নেতা। মূলত আফগানিস্তান ও গাজায় যুদ্ধাপরাধের তদন্ত এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারির পর ট্রাম্প প্রশাসন আইসিসির শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে আইসিসির পরোয়ানা রয়েছে এবং চীনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরির চেষ্টা ছিল। ফলে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে ও অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তিন পরাশক্তিই এবার আইসিসির এখতিয়ারের বিরুদ্ধে যৌথ প্রাচীর গড়ে তুলল।

জ্বালানি নিরাপত্তা ও জাতিসংঘ সংস্কার

বিশ্বজুড়ে চলমান অর্থনৈতিক টানাপড়েন ও মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রেক্ষাপটে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে এই বৈঠকের অন্যতম প্রধান এজেন্ডা করা হয়। যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, বিশ্বের সব দেশের স্বার্থে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের উৎপাদন ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে যৌথভাবে কাজ করবে ওয়াশিংটন, বেইজিং ও মস্কো। বিশ্ব অর্থনীতি ও পরিবহনের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তেল সরবরাহের রুটগুলো নিরাপদ রাখা জরুরি বলে একমত হয়েছেন তিন প্রধান।

ফিচার

যেভাবে লিচুর পায়েস বানালে দুধ ফাটবে না

খেতেও হবে সুস্বাদু

গত বছরের জুনে গিয়েছিলাম কলকাতায়। জুন মাসের গরমে কলকাতায় কী অবস্থা হয়, সেটা যাঁরা গেছেন, তাঁরাই ঠাওর করতে পারবেন। বেড়াতে গিয়ে সেবারই প্রথম লিচুর পায়েস খেয়েছিলাম। সানন্দার সাবেক সম্পাদক শর্মিলা বসুঠাকুরের বাসার সেই পায়েস মুখে পুরে একটাই শব্দ বেরিয়েছিল, ‘আহ্, শান্তি।’ পায়েস মুখে দিতেই কোনো এলাচি বা তেজপাতার গন্ধ নয়, মুখের মধ্যে খুশবু ছড়াল শুধুই লিচু। সেই থেকে ভেবে রেখেছিলাম, লিচুর পায়েস বানানো শিখব।

এখন লিচুর মৌসুম চলছে। কয়েক দিন পরই শেষ হয়ে যাবে লিচু। তাই এই মৌসুমে বানিয়ে দেখতে পারেন লিচুর পায়েস।

গরমের দিনে ঠান্ডা ঠান্ডা লিচুর পায়েস প্রশান্তি দেবে সহজে। লিচুর পায়েস শুনলেই অনেকের প্রথম প্রশ্ন, দুধের মধ্যে লিচু দিলে দুধ ফেটে ছানা হয়ে যাবে না? উত্তর হচ্ছে, না। লিচুর পায়েস বানানোর সহজ কিছু কৌশল আছে, যাতে দুধ ফাটবে না।

ইউটিউব দেখে প্রায় চার রকম উপায়ে আমি লিচুর পায়েস বানিয়েছি। একবার ভেজা চালের গুঁড়া দিয়ে বানিয়ে দেখলাম, কিছুটা ঘন হয়ে গেল। তারপর লিচু চিনির শিরায় ভেজে নিলাম, খাওয়ার সময় দেখি, লিচুর ঘ্রাণ কমে গেছে। এভাবে দানে দানে চারবার চেষ্টার পর সেই কাঙ্ক্ষিত ফল পেলাম। যে উপায়ে কলকাতার সেই পায়েসের মতো স্বাদের পায়েসটি বানিয়েছি, সেটার রেসিপি রইল এখানে। উপকরণ: টসটসে পাকা লিচু ১০টি, দুধ ৭০০ মিলিলিটার, চিনিগুঁড়া চাল ১ টেবিল চামচ, চিনি সিকি কাপের একটু বেশি, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি: লিচুর খোসা ছাড়িয়ে বিচি ফেলে নিন।



মাটন বিরিয়ানির রেসিপি

উপকরণ

বাসমতী চাল ৭৫০ গ্রাম, খাসির মাংস ২ কেজি, টক দই আধা কাপ, পেঁয়াজের বেরেস্তা ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৬৭টি, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, কাবাবচিনি কয়েকটি, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, তারা মসলা ২-৩টি, জিরাগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ধনেগুঁড়া ১ চাচামচ, লবণ স্বাদমতো, গরমমসলার গুঁড়া ১ চাচামচ, গোটা গরমমসলা কয়েকটি, জায়ফলজয়ত্রীগুঁড়া সিকি চাচামচ, বিরিয়ানির মসলা ১ চাচামচ, শর্ষের তেল আধা কাপ।

প্রণালি

খাসির মাংস টক দইয়ে মেখে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। বাসমতী চাল লবণপানিতে আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। কয়েকটি গোটা গরমমসলা দিয়ে চাল সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে রাখুন। শর্ষের তেল গরম করে সব বাটা ও গুঁড়া মসলা কষিয়ে নেবেন। এবার ম্যারিনেট করা খাসির মাংস তারা মসলা, কাবাবচিনি দিয়ে কয়েক মিনিট নাড়তে থাকুন।

১ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে সেদ্ধ চাল, আলুবোখারা, কাঁচা মরিচ, জায়ফলজয়ত্রীগুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিন। সেদ্ধ বাসমতী চাল ও মাংস একসঙ্গে মেশানো হলে দমে রেখে দিন। ১০ মিনিট পর চুলা বন্ধ করে দেবেন।



ম্যাঙ্গো প্যানাকোটার রেসিপি

এখন ফল পাকার মৌসুম। বাজারে নানা ফলের ছড়াছড়ি। এই সময়ে ফল দিয়ে তৈরি করতে পারেন মজার মজার খাবার। এখানে থাকছে ম্যাঙ্গো প্যানাকোটার রেসিপি। দিয়েছেন ফারাহ্ সুবর্ণা

উপকরণ: পাকা আম ৩টি, তরল দুধ ২৫০ মিলিলিটার, স্ট্রবেরি জেলো ১ প্যাকেট, চিনি স্বাদমতো, আগার আগার ৩ চাচামচ।

প্রণালি: পাকা আম কিউব করে কেটে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। আমের মিষ্টতা বুঝে চিনি দিতে হবে। আগার আগার পাউডার দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে চুলায় দিয়ে অনবরত নেড়ে ফুটে উঠলে নামিয়ে নিন। এবার যে গ্লাসে বা পাত্রে পরিবেশন করা হবে, তাতে এই আমের রস ঢেলে দিন। ঠান্ডা হলেই জমে যাবে এই আমের রস। এরপর একটা পাত্রে পানির সঙ্গে স্ট্রবেরি জেলো মিশিয়ে চুলায় ফুটিয়ে নামিয়ে রাখুন। ঠান্ডা হয়ে যাওয়া আমের ওপর এবার খুব আস্তে করে স্ট্রবেরি জেলোটা ঢেলে দিয়ে আবারও ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিতে হবে। এবার ফাইনাল লেয়ার।

দুধের সঙ্গে আগার আগার পাউডার ও চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন। ফুটে উঠলে সেটাও আম-স্ট্রবেরি লেয়ারের ওপর সাবধানে ঢেলে দিন। ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে ওপরে কাটা আমের টুকরা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।



প্রেমে পড়ার পর অজান্তেই যেভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন

রকমারি ডেস্ক

প্রেম মানেই আনন্দ, আবেগ, ভালো লাগা আর একসঙ্গে সুন্দর কিছু মুহূর্ত তৈরি করা। প্রিয় মানুষের সঙ্গে সময় কাটানো, তার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া কিংবা সম্পর্কের স্বার্থে কিছুটা ছাড় দেওয়া-এসবই ভালোবাসার স্বাভাবিক প্রকাশ। কিন্তু কখনো কখনো কাউকে ভালো রাখতে গিয়ে মানুষ নিজের ভালো থাকাটাই ভুলে যান। সঙ্গীর ইচ্ছা, পছন্দ, অভিমান কিংবা মন খারাপের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে নিজের প্রতিদিনের জীবন। একসময় নিজের অনুভূতি, শখ, বন্ধুত্ব এমনকি ব্যক্তিগত পরিচয়ও যেন হারিয়ে যেতে থাকে।

শুরুতে বিষয়টি ভালোবাসা কিংবা সম্পর্কের প্রতি দায়িত্বশীলতা মনে হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘদিন নিজের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করতে থাকলে মানসিক ক্লান্তি, হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি হতে পারে। সম্পর্কবিষয়ক আলোচনায় এমন কিছু আচরণের কথা উঠে আসে, যেগুলো ইঙ্গিত দিতে পারে-আপনি হয়তো ভালোবাসার সম্পর্কে ধীরে ধীরে নিজেকেই হারিয়ে ফেলছেন। মিলিয়ে দেখুন, আপনার মধ্যেও কি রয়েছে এমন লক্ষণ?

মনের কষ্ট প্রকাশ করতেও ভয় পান



সঙ্গীর কোনো কথা বা আচরণে কষ্ট পেলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। মনে হয়, নিজের অনুভূতির কথা জানালে তিনি মন খারাপ করবেন, রেগে যাবেন কিংবা দুজনের মধ্যে ঝগড়া তৈরি হবে। তাই কষ্ট চেপে রেখে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেন। বারবার এমন করতে করতে একসময় নিজের মনের কথাগুলো প্রকাশ করাই কঠিন হয়ে ওঠে।

মনে রাখা উচিত, সম্পর্কের শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব শুধু একজনের নয়। সুস্থ সম্পর্কে দুজনেরই নির্ভয়ে নিজের ভালো লাগা, খারাপ লাগা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। মতের অমিল মানেই সম্পর্কের অবনতি নয়; বরং পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরির একটি সুযোগ।

নিজের জন্য সময় চাইলেও অপরাধবোধ হয়

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা, নিজের পছন্দের কোনো কাজ করা কিংবা একান্তে কিছুটা সময় কাটানো-এসবই ব্যক্তিগত জীবনের স্বাভাবিক অংশ। কিন্তু সঙ্গীকে সময় না দিলে তিনি কষ্ট পাবেন, এমন আশঙ্কায় নিজের সব পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। নিজের প্রয়োজনের চেয়ে তার চাহিদাকেই সবসময় বেশি গুরুত্ব দেন। এভাবে চলতে থাকলে নিজের জন্য সময় চাওয়াটাও একসময় অপরাধের মতো মনে হতে পারে। অথচ ভালোবাসার অর্থ সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকা নয়।

ব্যাক-টু-ব্যাক জয়ে সিরিজ নিজেদের করে নিল ইংল্যান্ড

স্পোর্ট ডেস্ক

বেন ডাকেটের দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ভর করে অস্ট্রেলিয়াকে ৯৭ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছে ইংল্যান্ড। হোবার্টে শেষ ম্যাচে ৩২৮ রান করে সফরকারীরা। জবাবে ২৩১ রানেই গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের ওয়ানডে ইতিহাসে ঘরের মাঠে টানা দুই ম্যাচে ৯০ রানের বেশি ব্যবধানে হারের ঘটনা এটাই প্রথম। সিরিজের প্রথম ম্যাচে অভিষিক্ত মাহলি বিয়ার্ডম্যানের রেকর্ড ছয় উইকেটে মাত্র ১৩১ রানে অলআউট হয়েছিল ইংল্যান্ড। ৭ উইকেটের জয়ে এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে ১৩৫ রানের জয় নিয়ে সিরিজে সমতা ফেরায় ইংলিশরা। শেষ ম্যাচ জিতে সিরিজও নিজেদের করে নিল হ্যারি ব্রুকের দল। বেল্লেরিভ ওভালে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে বেন ডাকেট ও টম ব্যান্টনের ৭৪ রানের উদ্বোধনী জুটিতে ভালো শুরু পায় ইংল্যান্ড। ব্যান্টন ৪৪ রান করে ফিরলেও একপ্রান্ত আগলে রাখেন ডাকেট। ১১৫ বলে ১৫ চার ও এক ছক্কায় ১৩৩ রান করেন তিনি। সাত নম্বরে নেমে উইল জ্যাকস যোগ করেন ৫৯ রান। শেষ পর্যন্ত ৩২৮ রানে থামে ইংল্যান্ডের ইনিংস। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে চার উইকেট নেন জ্যাক এডওয়ার্ডস, তিনটি ম্যাট রেনশ। জবাবে শুরুতেই বিপর্যয়ে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। ৩৪ রানের মধ্যে হারায় তিন উইকেট। পরে ম্যাট রেনশ ৫৫ রান করে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করলেও দলকে জয়ের পথে ফেরাতে পারেননি। অ্যালেক্স ক্যারি করেন ৩৭ রান। ক্যামেরন গ্রিন বাউন্সারে আঘাত পেয়ে মুখে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন। পরে কনকাশন বদলি হিসেবে নামেন অলিভার পিক। তবে তাতেও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে পরিবর্তন আসেনি। শেষ পর্যন্ত ২৩১ রানেই অলআউট হয় স্বাগতিকরা। ইংল্যান্ডের হয়ে সনি বেকার চারটি এবং লিয়াম ডসন তিনটি উইকেট নেন। ১৩৩ রানের ইনিংসের জন্য ম্যাচসেরা হয়েছেন বেন ডাকেট। পুরো সিরিজে ১৯০ রান করে সিরিজসেরা হয়েছেন টম ব্যান্টন।

রেফারির দিকে পাথর ছুঁড়ে ৮ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন ফুটবলার

স্পোর্ট ডেস্ক

ফুটবল মাঠে আগ্রাসি আচরণের নজির পুরোনো বিষয়। তবে সেই মাত্রা ছাড়িয়ে রেফারির দিকে পাথর ছুঁড়ে মারেন ইকুয়েডরের এক ফুটবলার। এরপর অস্ত্রোপচারও করতে হয় সেই রেফারিকে এবং তার সেরে উঠতে দুই মাস লেগেছে। এ ঘটনায় জন পারলাজা নামে ওই ফুটবলারকে ৮ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাকে শাস্তির ঘোষণা দিয়ে ইকুয়েডরের ফুটবল ফেডারেশন (এফইএফ) জানিয়েছে, 'সহকারী রেফারি গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন, যে কারণে তার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় এবং সুস্থ হতে ৬০ দিন সময় লাগে।' ইকুয়েডরের তৃতীয় স্তরের ম্যাচে গত ১৭ অক্টোবর ক্লাব সিউদাদ দি ইয়ান্তজাজা ও ক্লাব রিও আগারসিও'র মধ্যকার ম্যাচে ওই ঘটনা ঘটে। সহকারী রেফারি লেনিন জিওভানি ওজেদাকে নুনিয়েজকে পাথর মেরে আঘাতের পর ম্যাচটি স্থগিত হয়ে যায়। এই ঘটনায় ইয়ান্তজাজাকে ২০০০ ডলার জরিমানা দিতে হবে এবং সহকারী রেফারির চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য আরও ৪৩৬৯ ডলার প্রদান করতে হবে। শৃঙ্খলা কমিটি পারলাজাকে ম্যাচ অফিসিয়ালের ওপর শারীরিক আগ্রাসনের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করেছে এবং তাকে ফুটবল-সংক্রান্ত সব ধরনের কার্যক্রম থেকে আট বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে। ফলে তার আবারও মাঠে ফেরার সুযোগ থাকছে ২০৩৪ সালের ১৯ অক্টোবরের পর। এ ছাড়া এফইএফ ফিফার কাছে অনুরোধ জানাবে, যেন এই নিষেধাজ্ঞা বিশ্বব্যাপী কার্যকর করা হয়। এর আগে ২০ অক্টোবর প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইয়ান্তজাজা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির জন্য রেফারি দল ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল। তারা জানায়, 'ক্রীড়াঙ্গনের ভেতরে-বাইরে, মৌখিক-শারীরিক যেকোনো ধরনের আগ্রাসনকে আমরা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করি। ফুটবল এমন একটি জায়গা হওয়া উচিত যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান ও সুষ্ঠু খেলার পরিবেশ বজায় থাকে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তাকে অবিলম্বে দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে তিনি এখন আর আমাদের ক্লাবের অংশ নন।'



৩০ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়া প্রথম ক্রিকেটার শচিন

স্পোর্টস ডেস্ক

ক্রিকেট ইতিহাসে ২০ নভেম্বর বিশেষ একটি দিন। ২০০৯ সালের এই দিনে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন শচিন টেন্ডুলকার। আহমেদাবাদে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের শেষ দিনে এই কীর্তি গড়েন ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এর আগে কোনো পুরুষ ক্রিকেটার এই মাইলফলক স্পর্শ করতে পারেননি।

দিনের ৪৪তম ওভারে চানাকা উইলেগেদারার ইনসুইং বলে ডিপ স্কয়ার লেগে ঠেলে এক রান নেন টেন্ডুলকার। ইনিংসে তার ৩৫তম রানটি পূর্ণ করে ৩০ হাজার আন্তর্জাতিক রানের মাইলফলক। তখন পর্যন্ত টেস্টে তার রান ছিল ১২ হাজার ৭৭৭, ওয়ানডেতে ১৭ হাজার ১৭৮ এবং একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে ১০। সব মিলিয়ে ৩০ হাজার রানের ঘরে পৌঁছে যান তিনি।

সেদিন শুধু এই মাইলফলকই নয়, নিজের ৮৮তম আন্তর্জাতিক শতকও তুলে নেন টেন্ডুলকার। টেস্টে সেটি ছিল তার ৪৩তম সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত ১০০ রানে অপরাজিত থেকে দিন শেষ করেন তিনি। ম্যাচটি ড্র হয়। টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে শেষ পর্যন্ত ৩৪ হাজার ৩৫৭ রান করেন টেন্ডুলকার।

১৯৮৭ সালের ২০ নভেম্বর জন্ম অস্ট্রেলিয়ার অফস্পিনার নাথান লিওনের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেকের আগেই ২০১০ সালে অ্যাডিলেড ওভালের মাঠকর্মী হিসেবে কাজ করার সময় তার বোলিং প্রতিভা নজরে আসে কোচ ড্যারেন বেরির। পরের বছর শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে সুযোগ পান তিনি। টেস্ট অভিষেকেই প্রথম বলে উইকেট নিয়ে পাঁচ উইকেটের কীর্তি গড়েন লিওন।

২০১৪ সালে অ্যাডিলেডে ভারতের বিপক্ষে ১২ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে রোমাঞ্চকর জয় এনে দেন তিনি। ২০১৫ সালে হিউ ট্রাম্বলের ১৪১ উইকেট ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ইতিহাসের সফলতম অফস্পিনার হন লিওন। ২০১৬ সালে শ্রীলঙ্কা সফরে অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ হোয়াইটওয়াশের পর নিজের বোলিংয়ে বৈচিত্র্য আনতে কাজ করেন তিনি। পরের বছর ভারত ও বাংলাদেশ সফরে ছয় টেস্টে ১৯.৩৯ গড়ে নেন ৪১ উইকেট।

২০১৮ সালে টানা তিনটি টেস্টে আট উইকেট করে নেওয়ার কীর্তি গড়েন লিওন। আবুধাবিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে এবং পরে অ্যাডিলেড ও পার্থে ভারতের বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েন তিনি। ২০১৯ সালের অ্যাশেজে এজবাস্টনে ৯ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন। ২০২৩ সালে ইন্দোরে ভারতের বিপক্ষে ৬৪ রানে ৮ উইকেট নিয়ে স্বাগতিকদের বিরল এক হারের মুখে ফেলেন। একই বছরের ডিসেম্বরে পার্থে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ৫০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। শেন ওয়ার্ন ও গ্লেন ম্যাকগ্রার পর তৃতীয় অস্ট্রেলীয় বোলার হিসেবে এই কীর্তি গড়েন লিয়ন।

১৯৭১ সালের এই দিনে জন্ম নেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক পেসার ডিওন ন্যাশ। ১৯৯২ সালে টেস্ট অভিষেকের পর ৩২টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। পিঠের একাধিক চোটের কারণে আরও ৪৫টি টেস্টে খেলতে পারেননি। চোটের সমস্যা না থাকলে রিচার্ড হ্যাডলির পর নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সফলতম উইকেটশিকারি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার।

ডানহাতি এই পেসার ছিলেন লড়াকু ও আক্রমণাত্মক। ব্যাট হাতেও অবদান রাখতে পারতেন তিনি। ১৯৯৪ সালে লর্ডসে এক টেস্টে অর্ধশতক করার পাশাপাশি ১০ উইকেট নেওয়া প্রথম ক্রিকেটার হন ন্যাশ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পারফরম্যান্সও ছিল তার উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৯ সালে নিউজিল্যান্ডের বিস্ময়কর জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সাত টেস্টে ২১ গড়ে নেন ৩৪ উইকেট। চোটের কারণে ২০০২ সালে মাত্র ৩১ বছর বয়সে অবসর নিতে বাধ্য হন তিনি।

১৯৯৬ সালের ২০ নভেম্বর জন্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেসার আলজারি জোসেফের। ২০১৬ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিরোপাজয়ী অভিযানে ১৩ উইকেট নিয়ে নজরে আসেন তিনি। একই বছর টেস্ট ও ওয়ানডে অভিষেক হয় তার। তবে পরের কয়েক বছরে চোটের কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অনেক ম্যাচে খেলতে পারেননি।

২০১৯ সালে আইপিএল অভিষেকেই সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ১২ রানে ৬ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েন জোসেফ। তবে কাধের হাড় সরে যাওয়ায় এক মাস পর ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে খেলতে পারেননি। ওই বছর ফেব্রুয়ারিতে অ্যান্টিগায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিজের প্রথম হোম টেস্ট চলাকালে মাকে হারান তিনি। এরপরও খেলা চালিয়ে যান জোসেফ। ম্যাচটি ১০ উইকেটে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

২০২৩ সালে জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক পাঁচ উইকেট নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজ জেতান তিনি। পরের বছর ব্রিসবেন টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত জয়ে ছয় উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ ৩২ রান করেন জোসেফ। ১৯৯১ সালের এই দিনে জন্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটার জারমেইন ব্ল্যাকউডের।

'তুমিই আমার ছেলের উত্তরসূরি': কাকে বললেন মেসির মা?

স্পোর্ট ডেস্ক



লিওনেল মেসির উত্তরসূরি হিসেবে আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি কে পরবেন, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। সেই আলোচনায় উঠে এসেছে নিকো পাজের নাম। এবার জানা গেল, মেসির মা সেলিয়া কুচিত্তিনি নিজেই নাকি এই তরুণ ফুটবলারকে বলেছেন, 'তুমিই আমার ছেলের উত্তরসূরি।'

আর্জেন্টিনার হয়ে নিজের পারফরম্যান্সে আলোচনায় থাকা কোমোর ফুটবলার নিকো পাজের সঙ্গে মেসির মায়ের এই কথোপকথনের কথা জানিয়েছেন তার চাচা ফাবিয়ান পাজ। 'রেডিও লা রেড'-এ তিনি জানান, গত ৬ অক্টোবর বেনিনের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয়ের পর মেসির বিদায় উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঘটেছিল ঘটনাটি।

ফাবিয়ান পাজের ভাষ্য অনুযায়ী, 'আমি যখন মেসির বিদায় অনুষ্ঠানে নিকোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন সে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে আসে। সেখানে মেসির মা আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদছিলেন। নিকো তাকে চিনত, তাই কাছে গিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। তখন তিনি নিকোর হাত ধরে বলেন, তুমিই আমার ছেলের উত্তরসূরি। মেসির মায়ের মুখে এমন কথা শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন নিকো। তার চাচা জানান, কথোপকথনের পর নিকো 'হতবাক' হয়ে পড়েছিল। এমনকি নিজের অভিজ্ঞতাকে সে 'অবিশ্বাস্য' বলে বর্ণনা করেছিল।

তবে মেসির উত্তরসূরি হওয়ার চাপ নিয়ে ভাবছেন না নিকো। তার চাচা ফাবিয়ান বলেন, 'নিকো খুব শান্ত ও বিনয়ী একজন মানুষ। মেসির উত্তরসূরি হওয়ার বিষয়টি তার মাথায় নেই। তার কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল মেসির সঙ্গে দেখা করা এবং তার সঙ্গে খেলা। নিকোর কাছে সেটি ছিল যেন নিজের হাতে আকাশ ছোঁয়ার মতো। নিকোর আর্জেন্টিনায় না থাকার বিষয়টিও তার ওপর চাপ কম থাকার কারণ বলে মনে করেন ফাবিয়ান। তার কথায়, 'সে আর্জেন্টিনায় থাকে না বলে অন্য খেলোয়াড়দের মতো এত চাপ অনুভব করে না। এখানে ফুটবলকে অনন্য আবেগ ও উন্মাদনা দিয়ে দেখা হয়। আর এই বিষয়টি তাকে এখনো অনেক অবাক করে।'

আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সির উত্তরসূরি হিসেবে আলোচনায় থাকলেও বিষয়টি নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন নিকোও। তাঁর আগে এই জার্সি গায়ে খেলেছেন মেসি, দিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনা, মারিও কেম্পেস ও হুয়ান রোমান রিকেলমের মতো কিংবদন্তিরা।

নিকো বলেন, 'সত্যি বলতে, ১০ নম্বর জার্সি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নিয়ে আমি ভাবি না। আমি ভাবি এমন দিনগুলো উপভোগ করার কথা।

মাঠে আনন্দ নিয়ে খেলতে চাই। কারণ, ফুটবল খেলতে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। এর সঙ্গে জাতীয় দলের প্রতিবেদকত্ব করা এবং এত মানুষের প্রতিবেদকত্ব করার সুযোগ পাওয়া- এটাই আমার কাছে বড় ব্যাপার। আমি এই কারণেই খেলি এবং এভাবেই খেলে যেতে চাই।'

সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ একাডেমির এই ফুটবলার আর্জেন্টিনার হয়ে এখন ১৮ নম্বর জার্সি পরেন। মাত্র ৪৮ দিনের মধ্যে চারটি গোল করেছেন তিনি। বলিভিয়া, বুরকিনা ফাসো, বেনিন ও কোস্টারিকার বিপক্ষে জালের দেখা পেয়েছেন নিকো।

বর্তমানে কোমো ১৯০৭-এর হয়ে খেলছেন নিকো পাজ। তবে রিয়াল মাদ্রিদের তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। একতরফাভাবে ৮ কোটি ইউরোর শর্তে তাকে দলে ফেরাতে পারে স্প্যানিশ ক্লাবটি।

বিনোদন

স্বচ্ছ বডিস্যুট পড়ে আলোচনায় এলেন জেনিফার লোপেজ

বিনোদন ডেস্ক

৫৭ বছর বয়সেও সাহসী ফ্যাশনে ভক্তদের মুগ্ধ করে চলেছেন হলিউড তারকা জেনিফার লোপেজ। নিউইয়র্কে একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে স্বচ্ছ বডিস্যুট ও প্যান্টলেস লুকে হাজির হয়ে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন এই গায়িকা ও অভিনেত্রী। নিউইয়র্কে সিরিয়াসএক্সএমের 'ফ্রন্ট রো' অনুষ্ঠানে অংশ নেন লোপেজ। এ সময় তার পরনে ছিল মার্ক জ্যাকবসের নকশা করা জেড সবুজ রঙের স্বচ্ছ টপ এবং বাদামি রঙের স্বচ্ছ হাইওয়েস্টেড টাইটস। কোমরে ছিল একাধিক চেইন বেল্ট। পোশাকের সঙ্গে বাদামি জ্যাকেট, নীলচে সবুজ ক্লাচ ব্যাগ, গাঢ় বেগুনি রঙের পাম্পস ও গলায় চোকার নেকলেস পরেছিলেন তিনি। মাঝখানে সিঁথি করা সোজা চুল আর হালকা মেকআপে সাজ সম্পন্ন করেন এই তারকা। অনুষ্ঠানে ফ্যাশনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও খোলামেলা কথা বলেন লোপেজ। চারবার বিয়ে ও বিচ্ছেদের অভিজ্ঞতা থেকে কী শিখেছেন, সে প্রসঙ্গে তিনি জানান, অতীতের সম্পর্কগুলো থেকে শিক্ষা নিতে তার কিছুটা সময় লেগেছে। তবে বিষয়টি নিয়ে তার কোনো আক্ষেপ নেই। লোপেজ বলেন, প্রতিটি সম্পর্কেই ভালোবাসা, কষ্ট ও শেখার অভিজ্ঞতা ছিল।



বক্স অফিসে দেড় হাজার কোটি ছাড়ালো 'রামায়ণ'

বিনোদন ডেস্ক

বক্স অফিসে বড় চমক দেখাবে, 'রামায়ণ' নিয়ে এমনটা অনুমিতই ছিল। হচ্ছেও তাই। মুক্তির মাত্র ১৪ দিনেই সিনেমাটির বৈশ্বিক আয় ছাড়িয়েছে দেড় হাজার কোটি রুপি। ভারতের ইতিহাসে ষষ্ঠ সিনেমা হিসেবে এই মাইলফলক অতিক্রম করল সিনেমাটি। শুরুতে সিনেমাটির আয় প্রত্যাশানুরূপ ছিল না। তবে দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসায় ক্রমশ আয়ের হার বাড়তে থাকে। এখনও ভারত ও আন্তর্জাতিক বাজারে রমরমিয়ে চলছে সিনেমাটি। বক্স অফিসের তথ্য প্রকাশকারী 'স্যাকনিল্ক'-এর হিসাব অনুযায়ী, মুক্তির ১৪তম দিনে ভারতের ২২ হাজার ২৮৯টি প্রদর্শনী থেকে সিনেমাটি নিট আয় করেছে ২৩ কোটি ২০ লাখ রুপি। এদিন আন্তর্জাতিক বাজার থেকে 'রামায়ণ'-এর আয় হয়েছে ৮ কোটি রুপি। সবমিলিয়ে বিশ্বব্যাপী সিনেমাটির মোট আয় এখন ১ হাজার ৫১৯ কোটি ৫ লাখ রুপি। এদিকে ভারতের বক্স অফিসেও এক হাজার কোটি রুপির মেগা ক্লাবে প্রবেশ করেছে 'রামায়ণ'। এর আগে কেবল পাঁচটি সিনেমা দেশটির স্থানীয় বাজারে এই গণ্ডি পার করেছিল। সেগুলো হলো 'বাহুবলী ২', 'কেজিএফ: চ্যাপ্টার ২', 'পুষ্পা ২' এবং 'ধুরন্ধর ২'। একদিকে 'রামায়ণ' ঘিরে এখনও দর্শকের আগ্রহ দারুণ। আবার এই সময়ে বড় কোনো সিনেমাও আপাতত আসছে না। ফলে আয়ে আরও বড়সড় চমক দেখাতে পারে এটি। প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত 'রামায়ণ'। এবার মুক্তি পেয়েছে এর প্রথম পার্ট।



এক ফ্রেমে বন্দী তিন দেশের মিস ইউনিভার্স

বিনোদন ডেস্ক

একসময় একই ভূখণ্ড, একই ইতিহাসের অংশ ছিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালের দেশভাগে আলাদা হয়েছিল সীমান্ত, তৈরি হয়েছিল নতুন রাষ্ট্রীয় পরিচয়। সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কেও এসেছে নানা টানাপোড়েন। তবে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের আবেগের সেই পুরোনো যোগসূত্র যে এখনও হারিয়ে যায়নি, তারই এক সুন্দর ছবি দেখা গেল মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে। পুয়ের্তো রিকোয় ৭৫তম মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে একসঙ্গে ফ্রেমবন্দি হয়েছেন বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের তিন সুন্দরী। তারা হলেন বাংলাদেশের সাি-মরা খান মাহি, ভারতের কাজিয়াহ লিজ মেজো এবং পাকিস্তানের মিসবাহ আরশাদ। তিন দেশের প্রতিবেদকদের একসঙ্গে তোলা ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের বার্তা দিয়েছেন মাহি। ছবির সঙ্গে ইংরেজিতে মাহি লিখেছেন, 'দেশ আলাদা, পতাকা আলাদা, কিন্তু ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব কত গভীর! প্রকৃত সম্পর্ককে কোনো সীমান্ত আটকে রাখতে পারে না। মিস ইউনিভার্সে একসঙ্গে এমন সুন্দর মুহূর্ত ভাগ করে নিতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।' মাহির এই বার্তায় উঠে এসেছে সীমান্তের ঊর্ধ্বে মানুষের সম্পর্কের কথা। ব্রিটিশ ভারতের দীর্ঘ অভিন্ন ইতিহাস, দেশভাগের বেদনা এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম- সব মিলিয়ে এই তিন দেশের মানুষের মধ্যে রয়েছে এক জটিল ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। ভাষা, খাবার, পোশাক, সংগীত ও জীবনযাপনের নানা মিলও সেই যোগসূত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। রাজনৈতিক সীমারেখা আলাদা হলেও মানুষের বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা যে আলাদা হতে বাধ্য নয়, তিন সুন্দরীর ছবিটি যেন সেই কথাই বলছে। আগামী মঙ্গলবার পুয়ের্তো রিকোর সান হুয়ানে অনুষ্ঠিত হবে মিস ইউনিভার্স ২০২৬-এর চূড়ান্ত পর্ব।



গোলাপি পোশাকে মুগ্ধতা ছড়ালেন পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক

অনেক বছর হলো, অভিনয় থেকে দূরেই আছেন দিলারা হানিফ পূর্ণিমা। মাঝে দুএকটি কাজ করলেও নিয়মিত আর হতে পারেননি। এখন নানা ব্র্যান্ড ও প্রতিষ্ঠানের প্রচারণামূলক কাজেই দেখা যায় অভিনেত্রীকে। এর সুবাদে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত নতুন নতুন সাজে হাজির হন পূর্ণিমা। সম্প্রতি ফেসবুক পেজে পূর্ণিমা দেখা দিলে গাঢ় গোলাপি রঙের পোশাকে। পোশাকটিতে সোনালি ও রুপালি সুতার সূক্ষ্ম কারুকাজ, ফুলেল নকশা ও পুঁতির কাজ এনেছে আভিজাত্য। খোলা ঢেউখেলানো বাদামি চুল, চোখে পরিপাটি মেকআপ, হালকা ব্লাশ ও গোলাপি লিপস্টিকে সাজটি হয়েছে স্নিগ্ধ ও আকর্ষণীয়। সঙ্গে ঝুলন্ত মুক্তার দুল ও আঙুলে আংটি পরে সাজে পূর্ণতা দিয়েছেন অভিনেত্রী। এক ডজন ছবি পোস্ট করেছেন পূর্ণিমা। সঙ্গে এক লাইনের ক্যাপশন, 'একটুখানি মিষ্টতা আর অনেকখানি আভিজাত্য।' পূর্ণিমার ছবিগুলোতে মিষ্টতা যে রয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। ভক্তরাও সেটা জানিয়েছেন প্রতিক্রিয়ায়, মন্তব্যে। ১৯ হাজারেরও বেশি প্রতিক্রিয়া এসেছে পোস্টে, মন্তব্য ছাড়িয়েছে ১১'শ। কেউ লিখেছেন, 'ছোট থেকে দেখতে দেখতে আমরাই বুড়ো হয়ে গেলাম, কিন্তু পূর্ণিমা আপু আরও সুন্দর হচ্ছেন'; কারও মন্তব্য, 'পূর্ণিমা আমার ছোটবেলার ক্রাশ'; কেউ আবার লিখেছেন, 'তিন পুরুষের নায়িকা, কোনো পরিবর্তন দেখি না।' প্রসঙ্গত, অভিনয়ে পূর্ণিমাকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল বছর তিনেক আগে, কাজল আরেফিন অমির ওয়েব সিরিজ 'হোটেল রিল্যাক্স'-এ। এরপর আর সেভাবে পর্দার অভিনয়ে পাওয়া যায়নি অভিনেত্রীকে।

কিয়ারার সাথে জুটি বাঁধছেন শাকিব খান!

বিনোদন ডেস্ক

শাকিব খানের নতুন সিনেমা 'মোহাব্বাত'-এ নায়িকা কে হচ্ছেন, তা নিয়ে দর্শকদের আগ্রহের শেষ নেই। সিনেমাটির ঘোষণা আসার পর থেকেই সম্ভাব্য নায়িকা নিয়ে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। এবার সেই আলোচনায় নতুন করে ঝড় তুলেছেন প্রযোজক আরশাদ আদনান। তার একটি রহস্যময় ফেসবুক পোস্ট ঘিরে ধারণা করা হচ্ছে, হিমেল আশরাফ পরিচালিত সিনেমাটিতে শাকিব খানের বিপরীতে দেখা যেতে পারে বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানিকে। সম্প্রতি নিজের ফেসবুক পেজে একটি ছবি পোস্ট করেছেন আরশাদ আদনান। ছবিতে এক অভিনেত্রীকে দেখা গেলেও তার নাম প্রকাশ করেননি প্রযোজক। ক্যাপশনে কেবল লিখেছেন, 'নেক্সট'। আর সেই ছবিটি বিশ্লেষণ করে কিয়ারা আদভানির সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে। এরপর থেকেই শাকিবের নতুন সিনেমার নায়িকা



হিসেবে কিয়ারার নাম নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। আরশাদ আদনানের পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, এটি Esquire India-এর একটি ফটোশুট। ছবির মডেল বেইজ রঙের "SOBO PERSON" লেখা ক্যাপ, কমলা রঙের পোশাক এবং রঙিন স্ট্রাইপের টপ পরেছেন। নানা তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি ভারতীয় অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানির। তিনি উংয়ঁরৎব ওহফরধ-এর ফটোশুটে এই লুকে ছবি তুলেছেন। তবে কিয়ারা আদভানি 'মোহাব্বাত' সিনেমায় শাকিব খানের নায়িকা হচ্ছেন, নাকি প্রযোজক আরশাদ আদনানের ভার্সেটাইল মিডিয়ার অন্য কোনো সিনেমায় যুক্ত হচ্ছেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। এ বিষয়ে আপাতত বিস্তারিত জানাতে নারাজ প্রযোজক। এর আগে প্রযোজক আরশাদ আদনান ও পরিচালক হিমেল আশরাফ জুটি শাকিব খানকে নিয়ে নির্মাণ করেছেন 'প্রিয়তমা' ও 'রাজকুমার'। দুটি সিনেমাতেই নায়িকা হিসেবে বিদেশি অভিনেত্রীকে দেখা গেছে। 'প্রিয়তমা' সিনেমার মাধ্যমে ঢালিউডে অভিষেক হয় ভারতের ইধিকা পালের। আর 'রাজকুমার' সিনেমায় শাকিবের বিপরীতে অভিনয় করেন হলিউড অভিনেত্রী কোর্টনি কফি। আভাস মিলেছিল আগেই, এবারও শাকিবের বিপরীতে দেখা যাবে আন্তর্জাতিক তারকাকে। ভারত ও পাকিস্তানের অভিনেত্রী নিয়েই ছিল আলোচনা। আরশাদ আদনানের 'নেক্সট' পোস্টের পর কিয়ারা আদভানিকে নিয়ে কৌতূহল ঘুরছে সিনেমাপ্রেমীদের মনে। কিয়ারা আদভানিকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই জল্পনার অবসান ঘটাতে এখন অপেক্ষা প্রযোজক কিংবা সিনেমা সংশ্লিষ্টদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার।



সেতু-কালভার্টের চাপে অস্তিত্ব সংকটে নদী-খাল

নবীনগর প্রতিবেদক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় অপরিকল্পিত সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের কারণে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে অসংখ্য নদী ও খাল। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় পলি ও ময়লা জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে এসব জলপথ। একসময়ের প্রাণচঞ্চল নৌপথগুলো এখন বছরের অধিকাংশ সময় পানিশূন্য থাকছে। এমনকি বর্ষা মৌসুমেও অনেক খালে নৌকা চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। মেঘনা, তিতাস, বুড়ি, পাগলা ও আউলিয়াজুরীসহ বেশ কয়েকটি নদী ও উপনদী জালের মতো ঘিরে রেখেছে নবীনগরকে। একসময় এ অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগব্যবস্থা ছিল নৌপথ। সময়ের পরিবর্তনে সড়ক যোগাযোগের উন্নতি হলেও নদী ও খালগুলোর গুরুত্ব কমেনি। এসব জলপথ একসময় পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি দেশীয় মাছের অভয়ারণ্য হিসেবেও ভূমিকা রাখত।

উপজেলায় যমুনার খাল, কুরানিয়ার খালসহ অসংখ্য ছোট-বড় খাল ও প্রাকৃতিক জলাশয় রয়েছে। জেলা প্রশাসনের তালিকায় চিহ্নিত ৪০০টি খালের একটি বড় অংশ নবীনগরে অবস্থিত। তবে উপজেলায় নদী, খাল ও বিলের মোট সংখ্যা নিয়ে পৃথক কোনো সরকারি তালিকা নেই। একসময় নবীনগরে নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১৩৮ দশমিক ৯ কিলোমিটার। বর্তমানে এর বিস্তৃতি অনেকটাই কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। নবীনগর পশ্চিম ইউনিয়নের বৌধৃন্তি নদী, পৌরসভার আলমনগরের ভাটা নদী, মাঝিকাড়া ও আলিয়াবাদ খাল, ইব্রাহিমপুরের পেরা ও যোগীদারা খাল, গোপালপুরের যমুনা খাল, মানিকনগর বাজার হয়ে শ্যামগ্রাম খাল, রতনপুর ও শাহপুর খাল, বাঙ্গরা বাজার থেকে সাতমোড়া পর্যন্ত অধের নদী, কাইতলা ও মেরকোটা খালসহ অর্ধশতাধিক খাল ও ছোট নদীর ওপর অপরিকল্পিতভাবে সেতু-কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং নাব্যতা হারাচ্ছে জলপথগুলো।

> স্থানীয়দের অভিযোগ, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ না করেই অনেক স্থানে এসব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বিশেষ করে কালভার্ট পানিপ্রবাহে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে নবীনগর উপজেলার চারপাশের বৃত্তাকার নৌপথও প্রায় বিলুপ্তির পথে

স্থানীয়দের অভিযোগ, সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ না করেই অনেক স্থানে এসব অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বিশেষ করে কালভার্ট পানিপ্রবাহে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ফলে নবীনগর উপজেলার চারপাশের বৃত্তাকার নৌপথও প্রায় বিলুপ্তির পথে।

সাংবাদিক জাহাঙ্গীর আলম ইমরুল বলেন, কালীগঞ্জ থেকে বাঙ্গরা বাজার হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অধের খাল ২০২৪ সালে নদী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ টানচরা ও রাজাবাড়ী এলাকায় সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে নৌকা চলাচলে বিঘ্ন ঘটার পাশাপাশি নাব্যতা সংকট দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কার্যকর ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

কসবা প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় ট্রাকচাপায় আলমগীর (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা অপর আরোহী মো. সাহাদাৎ গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের কসবা উপজেলার তিনলাখ পীর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলমগীর নবীনগর উপজেলার নারই গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে।সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হালিম জানান, সকালে আলমগীর ও সাহাদাৎ মোটরসাইকেলে করে কুমিল্লার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে তিনলাখ পীর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই আলমগীরের মৃত্যু হয় এবং সাহাদাৎ গুরুতর আহত হন।

সাত বছরের গবেষণায় খরা সহনশীল ধান উদ্ভাবন

তানোরের স্বশিক্ষিত কৃষক নুর মোহাম্মদ

তানোর প্রতিনিধি

রাজশাহীর তানোরের স্বশিক্ষিত কৃষক ও কৃষি গবেষক নুর মোহাম্মদ নিজ উদ্যোগে দীর্ঘ প্রায় সাত বছরের গবেষণা ও নিরলস প্রচেষ্টায় খরাসহনশীল ধানের একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন। খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটির প্রকৃতি, পানিসংকট ও জলবায়ুগত বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে দেশি ধানের জাত থেকে সংকরায়নের মাধ্যমে তিনি এ ধান উদ্ভাবন করেন। তাঁর দাবি, ধানটি তুলনামূলক কম পানিতে, কোনো রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ছাড়াই ভালো ফলন দিতে সক্ষম। উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বারসিক (বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ), এবং নুর মোহাম্মদ কৃষি পরিসেবার যৌথ আয়োজনে তানোর উপজেলার গোল্লাপাড়া পূর্ব মাঠে তাঁর পরীক্ষামূলক ১৫ শতাংশ জমিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ধানটির বৈশিষ্ট্য, চাষপদ্ধতি, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং সম্ভাব্য ফলন নিয়ে মাঠপর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা করা হয়। বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার কৃষক-কৃষাণী, কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা এবং বারসিকের প্রতিবেদকরা এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষামূলক জমির ধান কাটায় অংশ নেন। পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় কৃষি কর্মকর্তা সুভাষ কুমার মন্ডল বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে কম পানিতে উৎপাদন সম্ভব, এমন ফসলের জাত উদ্ভাবন সময়ের দাবি। নুর মোহাম্মদের এই গবেষণা বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষিতে নতুন আশার সঞ্চার করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার উদ্যোগ নেওয়া হবে। বারসিকের বরেন্দ্র অঞ্চল সমন্বয়কারী শহিদুল ইসলাম বলেন, কৃষক নেতৃত্বাধীন গবেষণা ও উদ্ভাবনের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নুর মোহাম্মদ। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিশিক্ষার বাইরে থেকে নিজের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে কৃষি গবেষণায় অবদান রাখছেন। এর আগে তিনি নুর-১ ও নুর-২ নামে আরও দুটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এবার তাঁর নতুন সংযোজন খরাসহনশীল ধান। বরেন্দ্র অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান পানি সংকটের বাস্তবতায় এ ধরনের কৃষক-উদ্ভাবিত জাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি আরও বলেন, কৃষক নেতৃত্বাধীন গবেষণা ও উদ্ভাবনকে কৃষি নীতিমালায় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া এবং কৃষক গবেষকদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিজের গবেষণার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে কৃষক ও উদ্ভাবক নুর মোহাম্মদ বলেন, খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলে দিন দিন পানির সংকট তীব্র হচ্ছে।



দেড় হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ শুরু

ডিমলা প্রতিনিধি

নীলফামারীর ডিমলায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় দেড় হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সরিষার বীজ ও সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে ডিমলা উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। রবি মৌসুমে সরিষা ও চিনাবাদামের আবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার এ প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মীর হাসান আল বান্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইমরানুজ্জামান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ইভানা ইয়াসমিন বৃষ্টি, ডিমলা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক রইসুল আলম চৌধুরী, অধ্যক্ষ মনোয়ার হোসেন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম রব্বানী প্রধান, বিএনপি নেত্রী অধ্যাপিকা সেতারা সুলতানা, উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক কাজী হাবিবুর রহমান ও সেক্রেটারি কাজী রোকনুজ্জামান বকুল।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ১ হাজার ৫০০ জন কৃষকের প্রত্যেককে ১ কেজি সরিষার বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এর মাধ্যমে রবি মৌসুমে তেলজাতীয় ফসলের আবাদ বাড়ানো এবং কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমাতে সহায়তা করা হবে।

পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

রাণীনগর প্রতিনিধি

নওগাঁর রাণীনগরে হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি মাসুদ রানাকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নওগাঁ জেলা সদর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি উপজেলার সিম্বা গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে।

রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকারিয়া মন্ডল জানান, দীর্ঘদিন ধরে গ্রেপ্তারি পরোয়ান-াভুক্ত পলাতক আসামি মাসুদ রানাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছিল। সর্বশেষ বুধবার বিকেলে তিনি নওগাঁ জেলা সদরে আত্মগোপনে রয়েছেন বলে গোপন সংবাদ পাওয়া যায়। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওসি আরও জানান, মাসুদ রানার বিরুদ্ধে স্ত্রী হত্যা ও মারধরসহ তিনটি মামলায় আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। গ্রেপ্তারের পর বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বৈরী আবহাওয়ায় আমন ধান ঘরে তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক

মহম্মদপুর প্রতিনিধি

মাঠজুড়ে সোনালি ধানের সমারোহ। কোথাও পাকা ধান কাটছেন কৃষক, কোথাও চলছে মাড়াই ও ঘরে তোলার প্রস্তুতি। ভালো ফলনের আশায় কৃষকের মুখে যখন স্বস্তির হাসি, ঠিক তখনই বৈরী আবহাওয়া সেই আনন্দে দুশ্চিন্তার ছায়া ফেলেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টিতে মাঠের পাকা ও কাটা ধান ভিজে যাওয়ার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন মাগুরার কৃষকরা। দ্রুত ফসল ঘরে তোলার তাড়া থাকলেও বৃষ্টির কারণে ব্যাহত হচ্ছে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ।

হেমন্তের সোনালি আবহে মাগুরার বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে এখন আমন ধান কাটার ব্যস্ততা। কৃষক-কৃষাণীরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ফসল ঘরে তুলতে সময় পার করছেন। কিন্তু বৃষ্টির কারণে জমিতে পড়ে থাকা কাটা ধান এবং পাকতে থাকা ফসল নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। সময়মতো রোদ না মিললে ধানের গুণগত মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সংরক্ষণেও সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা।

মাগুরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে জেলার চার উপজেলায় মোট ৬২ হাজার ৪৭৪ হেক্টর জমিতে রোপা আমনের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে মাগুরা সদরে ২৩ হাজার ৬৬৫, মহম্মদপুরে ১২ হাজার ৩৮৫, শালিখায় ১৪ হাজার ৮৯০ এবং শ্রীপুরে ১১ হাজার ৫৩৪ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়েছে। এ বছর কৃষকরা উচ্চফলনশীল ব্রি-৪৯, ৫১, ৫২, ৭৫, ৮৭ ও ১০৩, বিনা-১৭ ও ২২ জাতের পাশাপাশি বিভিন্ন হাইব্রিড ধানের আবাদ করেছেন। কিছু জমিতে স্থানীয় দীঘা, বালাম ও জিরাশাইল জাতের ধানও চাষ হয়েছে।

> হেমন্তের সোনালি আবহে মাগুরার বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে এখন আমন ধান কাটার ব্যস্ততা। কৃষক-কৃষাণীরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ফসল ঘরে তুলতে সময় পার করছেন। কিন্তু বৃষ্টির কারণে জমিতে পড়ে থাকা কাটা ধান এবং পাকতে থাকা ফসল নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

কৃষি বিভাগের হিসাব অনুযায়ী, অনুকূল আবহাওয়া ও কৃষকদের নিবিড় পরিচর্যায় এবার হেক্টরপ্রতি গড়ে ৫ দশমিক ৭৫ মেট্রিক টন ফলন পাওয়া গেছে। এ হিসাবে জেলায় এবার ৩ লাখ ৫৯ হাজার ২২৫ মেট্রিক টন আমন ধান উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে।

মহম্মদপুর উপজেলার ঝগড়দিয়া গ্রামের কৃষক মো. আতর আলী বলেন, এ বছর প্রায় এক একর জমিতে আমন ধানের আবাদ করেছেন। ফলনও বেশ ভালো হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সময়মতো ধান ঘরে তুলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। ভালো ফলনের পাশাপাশি আশানুরূপ দাম পেলে তাদের পরিশ্রম সার্থক হবে বলেও জানান তিনি।

আমন ধান গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এ ফসল ঘরে তোলার মধ্য দিয়ে কৃষকের সারা বছরের খাদ্যনিরাপত্তা ও পারিবারিক ব্যয়ের বড় একটি অংশ নিশ্চিত হয়। তাই বৈরী আবহাওয়ার শঙ্কা কাটিয়ে উৎপাদিত সোনালি ধান নিরাপদে ঘরে তোলার অপেক্ষায় রয়েছেন জেলার কৃষকরা।

মাগুরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. জসীম উদ্দীন বলেন, চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং কৃষকদের নিবিড় পরিচর্যায় আমনের ফলন অত্যন্ত ভালো হয়েছে। তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে কৃষকরা ধান ঘরে তোলা নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।



মডেল চিকিৎসা পদ্ধতি সারা দেশে চালুর পরিকল্পনা

চৌগাছা প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী ডা. এস এম জিয়া উদ্দীন হায়দার বলেছেন, যশোরের চৌগাছায় চালু হওয়া মডেল চিকিৎসা পদ্ধতি সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হবে। পাশাপাশি দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য একটি করে ডিজিটাল চিকিৎসাসেবা আইডি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে মা ও শিশু, কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা সহজেই স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান স্বাস্থ্য খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে আধুনিক ক্লিনিক স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে সব নাগরিকের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। গতকাল দুপুরে যশোরের চৌগাছা ১০০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপজেলা স্বাস্থ্য কমিটির মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। যশোর-২ (চৌগাছা-ঝিকরগাছা) আসনের সংসদ সদস্য ডা. মোসলেহ উদ্দিন ফরিদের সভাপতিত্বে সভায় যশোরের সিভিল সার্জন ডা. মো. মাসুদ রানার পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি শেলী, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সচিব ড. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, যশোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশেক হাসান, চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) জি.এম.এ. মুনীব, উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ ছালাম, উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা গোলাম মোরশেদ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আহসানুল মিজান রুমি। এ সময় জনপ্রতিবেদক, চিকিৎসক, সাংবাদিক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় চৌগাছা ১০০ শয্যাবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন ডা. ইমদাদুল হক ও ডা. এ এস এম আব্দুর রাজ্জাক।

লিগ্যাল নোটিশ

নোটিশ প্রাপকঃ

মর্জিনা বেগম

স্বামী: মোঃ আবু বক্কর ফকির

বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানাঃ

সাং-সোলারতাইর পূর্বপাড়া, ডাকঘর: হাতিবান্ধা, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া।

নোটিশ প্রেরকঃ

মোঃ আরিফুর রহমান

প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সমাজ উন্নয়ন কর্ম (সার্ক)

পিতা- আবু বকর সিদ্দিক

ঠিকানাঃ

সাং-মাটিয়ানচড়া, দূর্গাহাটা, ডাকঘর: দূর্গাহাটা-৫৮২০, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া।

পক্ষে:-মোঃ রাকিবুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, বগুড়া।

জনাব,

এতদ্বারা আমার সম্মানীত মোয়াক্কেল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, "সমাজ উন্নয়ন কর্ম (সার্ক)", দূর্গাহাটা, গাবতলী, বগুড়া সাহেবের অনুরোধে আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, আপনি আপনার নিজ প্রয়োজনে আমার মোয়াক্কেল প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ গ্রহনের আবেদন করিলে আমার মোয়াক্কেল প্রতিষ্ঠান আপনার বরাবর ১৫/০৪/২০২৩ ইং তারিখে ১২ কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। আপনি আমার মোয়াক্কেল প্রতিষ্ঠানের সমুদয় শর্ত মানিয়া আমার মোয়াক্কেল বরাবর প্রয়োজনীয় Documents এ সহি স্বাক্ষর করিয়া উক্ত ঋণের টাকা গ্রহন করেন। আমার মোয়াক্কেল প্রতিষ্ঠানের শর্ত মোতাবেক আপনি কিস্তির টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ না করার কারনে আমার মোয়াক্কেল আপনাকে তলব তাগাদা দেন। তৎপ্রেক্ষিতে বকেয়া কিস্তির টাকা পরিশোধের লক্ষ্যে আপনি city bank, Payable at any branch in Bangladesh (225272684) এ আপনার নিজ নামীয় 2203691926001 নং হিসাবের অনুকুলে বিগত ইং ১২/০৫/২০২৬ তারিখে ২,৫৬,২০০/- (দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত) টাকা উল্লেখে $\frac{CB}{SB}$ 2477384 চেক সহি স্বাক্ষর সহ আমার মোয়াক্কেল কে প্রদান করেন। আমার মোয়াক্কেল আপনার প্রদেয় উক্ত চেকটি ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বগুড়া শাখা, বগুড়ায় আমার মোয়াক্কেলের প্রতিষ্ঠানের নামীয় হিসাবে নগদায়নের জন্য জমা প্রদান করিলে উক্ত চেকখানা Clearing এর জন্য city bank, Payable at any branch in Bangladesh (225272684) এ প্রেরন করেন। কিন্তু উক্ত ব্যাংকে আপনার নামীয় A/C NO. 2203691926001 তে Account closed/ Dormant/Blocked কারণে চেকটি নগদায়ন না হইয়া প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হয়, যাহা ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বগুড়া শাখা, বগুড়া কর্তৃপক্ষ গত ইং ১৭/১১/২০২৬ তারিখে Account closed/ Dormant/Blocked মন্তব্য সহ আমার মোয়াক্কেলকে ফেরৎ প্রদান করেন। আপনি আপনার উক্ত হিসাব Account closed/ Dormant/Blocked থাকা সত্বেও প্রতারণা, তঞ্চকতা এবং অসৎ উদ্দেশ্যে আমার মোয়াক্কেল বরাবরে ২,৫৬,২০০/- (দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত) টাকার ১টি চেক প্রদান করেন। ইহার দ্বারা আপনি The Negotiable Instruments Act, 1881 এর 138 ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন।

এমতবস্থায় আপনাকে অত্র লিগ্যাল নোটিশের মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, আপনি অত্র লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত চেকে বর্ণিত ২,৫৬,২০০/- (দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত) টাকা আমার মোয়াক্কেল "সমাজ উন্নয়ন কর্ম (সার্ক)" বরাবরে পরিশোধ করিবেন; অন্যথায় উক্ত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আমার মোয়াক্কেল আপনার বিরুদ্ধে The Negotiable Instruments Act, 1881 এর 138 ধারায় বিধান মোতাবেক উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিবেন এবং এইক্ষেত্রে সকল পরিণতির জন্য আপনি দায়ী থাকিবেন এবং মামলার সমুদয় ব্যয়াদি আপনাকেই বহন করিতে হইবে। অত্র নোটিশের এক কপি আমার সেরেস্তায় সংরক্ষিত রহিল।

নিবেদক

(মোঃ রাকিবুল ইসলাম)
এ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বগুড়া।
Md. Rakibul Islam
Advocate, Judge Court Bogura
Mob: 01719-826901

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা বগুড়ার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর আমলী আদালত।

আদেশ/বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন তফসিলে উল্লেখিত আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী রহিয়াছে এবং যেহেতু ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৯৮ এর ৮৭ এবং ৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যেহেতু অত্র আদালতের বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, অত্র আদালতের বিচারার্থে উক্ত আসামী গ্রেফতার এরাইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন এবং যেহেতু উক্ত আসামীকে শীঘ্রই গ্রেফতার করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে যেহেতু উক্ত কার্যবিধির ৩৩৯ (বি-২) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে উক্ত আসামীকে নিম্নের তফসিলে তাহার নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার বিচারের জন্য অত্র আদেশ জারী হইবার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর আদালতে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় তার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সমাধান করা হইবে।

তফসিল

ক্রঃ নং	আসামীর নাম ও ঠিকানা	মামলার নং ও ধারা
১।	**সমর কুমার চক্রবর্তী (৫২)** পিতা- মৃত সুধীর কুমার চক্রবর্তী। সাং- সিমলা, পোঃ চান্দাইকোনা থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- সিরাজগঞ্জ।	মোকদ্দমা নং- **৪৫৩ সি/২১ (সদর)** ধার্য তাং- ধারাঃ ৪০৬/৪২০ দঃ বিঃ
২।	**মোঃ মোজাম্মফর হোসেন (৫০)** পিতা- আমির উদ্দিন প্রাং। সাং- ছিলিমপুর উত্তরপাড়া পোঃ বগুড়া-৫৮০০ থানা ও জেলা- বগুড়া।	

আদেশ ক্রমে
মোঃ মেহেদী হাসান
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
আমলী আদালত সদর থানা, বগুড়া।